কথা! এই দোষে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যে যে সার সত্য টুকু ছিল তাহাও বিনষ্ট করিতেছি। যদি সংসার ধর্ম্মের যথার্থ ই প্রতিবন্ধক, তবে ঈশ্বর কেন সংসারের সৃজন করিলেন এবং ইহার মধ্যে কেনই বা এত মধুরতা প্রদান করিলেন? স্বার্থপরতার অনুগামী হইয়া আমাদিগের কি উচিত সংসার ত্যাগ করা, না বনে যাইয়া উপাসনা করা? সংসারে থাকিয়াই আমাদিগের ধর্ম্ম সাধন শিক্ষা করা উচিত। হয় না, হবে না এ হৃদয় ভেদী কথা আর মুখে আনিব না, কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণ ধরিব, তাঁহার ধন মান তাঁহার সুখ সম্পত্তি ও তাঁহার সন্তান সন্ততি তাঁহাকেই প্রদান করিব। অহংকারে উন্মত্ত হইয়া ও বিষয় বিভবের মধ্যে প্রবেশিয়া অসার সংসারে সন্তান সন্ততির প্রেমে বদ্ধ হইয়া পরম পদ পরম গতি পরমেশ্বরকে ভুলিব না। এস আমরা আর কাল বিলম্ব করিব না, পিতার নিকট চল, বুদ্ধি ক্ষমতা পবিত্রতা শান্তি প্রার্থনা করিয়া লই। আজ হইতেই বিশ্বাস দৃঢ় করি। অদ্য হইতেই প্রতিজ্ঞা করি আর সংসারের দোহাই দিব না। সংসার ধর্ম্মের প্রতি বন্ধক নহে, কেবল আমাদিগের দোষ।

হে সংসারী ভগ্নীগণ! তোমা-তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি সংসারে সুখ নাই, এসম্বন্ধে কত সময় তোমরা কত নীতি প্রয়োগ করিয়া থাক। তবু তোমরা তোমাদের স্বভাব ছাড়িতে পারিতেছ না। আর কতকাল এরূপ ভাবে থাকিবে? তোমরা জাগ্রত হও, তোমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত যে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর। সংসারে সুখী হইব, সুখ পাইব বোধে তোমরা পরকালে কি হইবে ভাব না। এবং যাঁহাকে স্মরণ করা তোমাদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য তাঁহাকে কেনই বা স্মরণ না কর? আর তোমরা সংসারে মুহ্যমান হইয়া থাকিওনা এবং বলিওনা যে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না। মনে কর যখন সংসার মধ্যে থাকিয়া কোন একটি বিপদ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে, সন্তান বিয়োগ কি ধনহানি অথবা অপর কোন সংকটাপন্ন বিপদ আইসে তখন তোমরা ব্যাকুল হইয়া বিপদুদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের নিকট যাচ্ঞা কর, তোমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তবে কেমন করিয়া ইহা সত্য হইতে পারে যে সংসার ধর্ম্মসাধনের উপযুক্ত স্থান নহে। তোমাদের হৃদয়ে যে বিশ্বাস নাই তাহাও বলিতে পারি না। ঐ সামান্য হৃদয় মধ্যে যে বিশ্বাস আছে এক জন জ্ঞানি ব্যক্তির হৃদয়ে তাহা নাই। যখন সন্তানের মরণাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তখন তোমরা দেবতার একটু চরণামৃত প্রদান করিয়া নির্ভয় অন্তঃকরণে বসিয়া থাক, নিশ্চয় জান যে দেবতা রক্ষা করিবেন এই ভাবিয়া আশু উপকারিণী ঔষধিকেও তাচ্ছিল্য কর। ভক্তিভাবও তোমাদের অতি উজ্জ্বল।

যদি কেহ দেবতার প্রসাদ বলিয়া তোমাদের হস্তে বিষ প্রদান করে, কোন অভাব না থাকিলেও তাহা তোমরা অম্লান বদনে ভক্ষণ করিয়া থাক। তোমাদের প্রীতি নাই ইহাও প্রাণান্তে বলিতে পারিব না, যখন হৃদয়ে কাতরতা প্রকাশ দ্বারা দেবতা বিশেষের প্রতি প্রীতি অনুভব কর, তোমরা অমনি কৃতজ্ঞতা সহকারে এবং তাঁহার উদ্দেশে আপনার প্রিয় বস্তু ধন মান এবং অবশেষে বক্ষঃস্থল ও পৃষ্ঠ দেশ ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করত তাঁহাকে শোণিত প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি সম্পাদন কর। প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেও তোমরা ত্রুটি কর না। শরীর অপটু ও দুর্ব্বল এবং রোগাক্রান্ত, তথাপি গ্রাহ্য করিবে না; দেবতার আদেশ ও দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন জানিয়া কখন এক দিবস কখন দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া কখন সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলী দিয়া তাঁহার প্রিয়াকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু এগুলি তোমাদিগের কাল্পনিক ভাব, এই ভাব চিরসংস্কারে বদ্ধ মূল হইয়া গিয়াছে। যদিও বিশ্বাসের সুমহান প্রভাবে আপাততঃ সুখ লাভ করিবে কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক শান্তি পাইবে না। তোমাদের উচিত ঐ সকল কাল্পনিক বিশ্বাস পরিহার করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সত্যেতে দৃঢ় বিশ্বাস করা। বিশ্বাসী অন্তঃকরণে সারধন অন্বেষণ কর, এই সংসার মধ্যেই প্রাপ্ত হইবে। তোমাদের কিছুরই অভাব নাই, একবার ব্যাকুল প্রাণে ক্রন্দন করিলেই বুঝিতে পারিবে। যাহা সত্য তাহার সাধন কর, যাহা সত্য তাহার অন্বেষণ কর, যাহা সত্য তাহাতে বিশ্বাস কর, যাহা সত্য সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠান কর, যাহা সত্য জাগ্রৎ ও জীবন্ত তাহাতে ভক্তি স্থাপন কর; আর কাল্পনিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া আপন সুপথ হারা ইও না। ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম দেখ, আপন আপন মনঃ কল্পিত সংস্কার পরিত্যাগ কর। জীবনের লক্ষ্য সাধন কর, নিরাশ হইও না, আশা কর সংসার মধ্যে থাকিয়া আনন্দ ও শান্তি পাইবে, সংসার জ্বালায় অস্থির ও কাতর হইতে হইবে না। তোমরা সংসারকে ভাল বাস, নিষেধ করি না; ইহার মধ্যে থাকিয়া তোমাদিগকে সন্তান প্রতিপালন, পতি সেবা, ধর্ম্ম সাধন সকল প্রকার সৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে কিন্তু তোমরা ইহাতে আসক্ত হইও না, একেবারে ইহার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ করিও না। আবার বলি ইহাতে ধর্ম্ম সাধন হয় না একথা বলিও না। যদি চরমগতি লাভ করিতে চাও, ব্যাকুল হইয়া চৈতন্য স্বরূপ দয়াময় ঈশ্বরে আত্মা সমাধানপূর্ব্বক তাঁহারই উপাসনা কর!

সিন্দুরিয়া পটী }
২৩ শ্রাবণ ১৭৯৪ } নন্দিনী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১০ সংখ্যা } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৯ } ৮ম ভাগ

পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণের বিষয় বেদের ঋক্ সকল হইতে যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠিকাগণকে সংক্ষেপে জানাইয়াছি। বেদে উষা সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বস্তুতঃ সে কালে স্ত্রীগণের প্রতি যে আর্য্যগণের সাদর দৃষ্টি ছিল, প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা এখন যে সময়ের স্ত্রীগণের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এই সময় হিন্দুগণের এক প্রকার চরম সময় বলিতে হইবে। ইহার পর আর হিন্দুগণের নিজ কর্ত্তৃত্বে উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আমরা বৈদিক সময়ের পর মধ্যবর্ত্তী দুটি সময়কে অতিক্রম করিয়া একেবারে পৌরাণিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। ঔপনিষদ এবং স্মার্ত্ত সময়কে উপেক্ষা করিয়া একেবারে অদ্য পৌরাণিক সময় আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য আছে। বৈদিক, ঔপনিষদ এবং স্মার্ত্ত এই তিন কালের আলোক পৌরাণিক সময়ের উপর পতিত হইয়া উহা আমাদিগের নিকট অতি সমুজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়। পুরাণে সকল সময়ের স্ত্রীগণের বিষয়ই বর্ণিত আছে। এমন কি যে সময়ে সমাজ বন্ধন এবং তম্মূল ভূমি পরিণয় প্রথা সংস্থাপন হয় নাই, এমন সময়ের কথা পর্য্যন্ত পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণ যাঁহারা উপনিষদে সুপ্রসিদ্ধ, পুরাণ শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া অনেক গাথা

লিখিত আছে। বস্তুতঃ পুরাণ শাস্ত্র পাঠ করিলে হিন্দুগণের প্রাচীন নবীন সকল আচার ব্যবহারের প্রতি যে দৃষ্টি পড়ে, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্ত্রীগণ নিজেরা কিরূপ ছিলেন, আর্য্যগণের তাঁহাদিগের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার ছিল, যত দূর সম্ভব, ইহার বাস্তব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার অভিলাষে আমরা একেবারে পৌরাণিক সময়ের আরম্ভ করিলাম; আমরা যতদূর পারি, প্রাচীন হিন্দু মহিলাগণকে যথার্থ রূপে পাঠিকাগণের সন্নিধানে প্রকাশিত করিব।

প্রথমতঃ স্ত্রীগণ নিজেরা কিরূপ ছিলেন, ইহারই সমালোচনা আবশ্যক। পুরাণ শাস্ত্রে যত বিখ্যাত মহিলাগণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করা যায়, তাহাতে এদেশীয় প্রাচীন হিন্দু স্ত্রীগণ যে একান্ত পতি-পরায়ণা ছিলেন, ইহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন এক খানি পুরাণ নাই, যাহার মধ্যে ঈদৃশ স্ত্রীগণের গুণ কীর্ত্তন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভারতের আদিপর্ব্বের বকবধ পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, বকনামা রাক্ষসের হস্ত হইতে স্বামী পুত্রাদি রক্ষা পান এজন্য ব্রাহ্মণ পত্নী স্বয়ং ভক্ষ্যার্থী হইয়া তাহার নিকট যাইতে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন :—

"এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনং।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তৃহিত মাচরেৎ॥"

ইহলোকে স্ত্রীর নিশ্চয় এই পরম সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যে প্রাণ দিয়াও পতির হিত আচরণ করিবে। ঈদৃশ উচ্চতর নিঃস্বার্থ ভাব সে কালের হিন্দু মহিলাগণের মধ্যে নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি মহিলাগণকে না জানেন, এমন আমাদিগের দেশে কেহ নাই। বলিতে হইবে, এই সকল মহিলার চরিত্র আজিও হিন্দু মহিলাগণের হৃদয় পটে চিত্রিত থাকিয়া তাঁহাদিগের পতির প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উজ্জীবিত রাখিয়াছে। হিন্দুগণের আর সকলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল নারীকুলের ভূষণ রমণীগণের নাম ও চরিত্র কখনই বিলোপ হইবার নহে।

হিন্দু স্ত্রীগণের নিঃস্বার্থ উচ্চতর পবিত্র পত্নীভাব যেরূপ বিশদরূপে পুরাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের মাতৃভাব সম্বন্ধে তেমন কোন নিদর্শন লাভ করা যায় না। এদেশের আচার ব্যবহার ব্যবস্থাপন ও সংগঠন

করিবার প্রধান শাস্ত্র স্মৃতিতেও সন্তানের প্রতি মাতার উচ্চতর কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে কিছুই উপদেশ করা হয় নাই। বস্তুতঃ সন্তানের অসহায় শৈশবাবস্থায় লালন পালন ভিন্ন এদেশে মাতার উপরে সন্তানের শিক্ষাদির ভার কিছুই ছিল না বলা যায়। তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে নিজেরাই নিতান্ত অসহায় ছিলেন। উপরে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থলেই ব্রাহ্মণী বলিতেছেন :—

"কথং শক্ষ্যামি বালেঽস্মিন্ গুণানাধাতু মীপ্সিতাম্।
অনাথে সর্ব্বতো লুপ্তে যথা ত্বং ধর্ম্মদর্শিবান্।"
তাং চেদহং ন দিৎসেয়ং ত্বদ্গু ণৈরুপবৃংহিতাং।
প্রমথ্যেনাং হরেয়ুস্তে হবির্ধ্বাং ক্ষা ইবাধ্বরাৎ॥"

এই বালক অনাথ হইলে, ইহার সকল বিলুপ্ত হইয়া গেলে ধর্ম্মদর্শী তোমার মতন ইহাতে অভিলষণীয় গুণ সকল কিরূপে আধান করিতে সমর্থ হইব। তোমার গুণ নিচয়ে পরিবর্দ্ধিত এই বালাকে যদি (সেই অপাত্রগণকে) দিতে ইচ্ছা না করি, কাকগণ যেরূপ যজ্ঞ হইতে ঘৃত অপহরণ করে, তাহারা তেমনি বলপূর্ব্বক ইহাকে অপহরণ করিয়া লইবে। এই দুই শ্লোকে শুদ্ধ বালকের শিক্ষা সম্বন্ধে মাতার অসহায় অবস্থা উল্লিখিত থাকিলে তত হানি ছিল না, 'তোমার গুণ নিচয়ে পরিবর্দ্ধিতা এই বালা' বলাতে কন্যার সমুদায় উচ্চতর সদ্গুণ শিক্ষা পিতা হইতে হইত যে বুঝা যাইতেছে ইহাই সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হিন্দু স্ত্রীগণের সাধারণের সহিত কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে গৃহে তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কাব্য নাটক পুরাণাদি পাঠ করিয়া যত দূর জানা যায়, তাহাতে এই বলা যাইতে পারে, আর্য্যগণ স্ত্রীগণকে উৎকৃষ্ট গৃহিণী করিবার পক্ষে যত দূর প্রয়াস করিয়াছেন, সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কার্য্যকর করিবার পক্ষে তত দূর দৃষ্টিপাত করেন নাই। স্ত্রীগণ 'জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, মৃদু মধুর আলাপ এবং কলা*সকলে' বিভূষিতা হন, ইহা তাঁহাদিগের

* কলা—সুকুমার বিদ্যা। চিত্রাদি শিল্পকর্ম।

উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই সকল গুণে তাঁহারা সমাজের শোণিতরূপে পরিচিত না হইয়া স্বামির সন্তোষবর্দ্ধিনী হইবেন (১) ইহাই তাঁহারদিগের লক্ষ্য ছিল। দুর্ব্বল স্ত্রীগণ সেকালে কোন প্রকারে অবমানিত না হন, এবিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। কারণ 'ন স্ত্রিয়মবমানীত' স্ত্রীলোককে কখন অবমাননা করিবে না, এরূপ কথা বৈদ্যক গ্রন্থে পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। স্ত্রীগণ গৃহে সর্ব্বদা আদরে থাকিতেন। তাঁহাদিগের অসন্তুষ্টি গৃহের অশান্তির কারণ, ইহা আর্য্যগণ পরীক্ষা দ্বারা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 'শ্রী এবং স্ত্রী এ দুয়ের মধ্যে কোন বিশেষ নাই' ইহা তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেন। 'যে গৃহে স্ত্রীগণ অনাদৃতা হন সে গৃহের সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান বিফল' 'যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সে গৃহে দেবতা সকল সন্তুষ্ট থাকেন, ইহা তাঁহারদিগের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে সে কালে স্ত্রীগণ গৃহ মধ্যে যে সর্ব্বদা সমাদরে অবস্থান করিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

গৃহের সীমা পরিত্যাগ করিলেই আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীগণের কার্য্য-

---

(১) পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৮৬ শ্লোক।

যে নারী পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে রতা, সদাচার শীলা ও জিতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে অনুপম সুখ উপভোগ করেন।

সন্তোষং স্থিরমাস্থায় পতিং সন্তোষয়েদ্ গুণৈঃ।
সদা ধর্ম্মপথে যুক্তা সদা ভর্তৃপরায়ণা॥
পরুষং ন বদেৎ কিঞ্চিৎ সদা মধুরবাগ্ ভবেৎ।
যথোৎপন্নেন দ্রব্যেন সন্তুষ্টা বিগতজ্বরা॥

বশিষ্ঠ সংহিতা ৫ অধ্যায়।

সাধ্বী রমণী স্থির সন্তোষ অবলম্বন করিয়া গুণদ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিবেক, সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে দৃঢ়ব্রতা এবং পতির প্রতি অনুরক্তা থাকিবেক। কিছুমাত্র কর্কশবাক্য বলিবেক না, সদা মধুর ভাষিণী হইবেক, যেমন দ্রব্য সামগ্রী লাভ হইবে, তাহাতে নিরুদ্বেগচিত্তে সন্তুষ্টা হইবেক।

কারিতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। গৃহমধ্যে যাঁহাদিগের প্রতি এত সমাদর, যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এত প্রয়াস, তাঁহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে পৌরানিক সময়ের আর্য্যগণের সমধিক উচ্চভাব ছিল প্রতীত হয় না। তাঁহারা স্ত্রীগণকে 'দ্বেষ হিংসা, অসদ্ভাব, অসৎকামনার' একমাত্র আধার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কালে কলি পৃথিবীকে অধিকার করিবার জন্য সমাগত হইল, পরীক্ষিত তাহাকে শাসন করতঃ স্ত্রী, সুরাপান, এবং দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে তাহার আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পৌরানিক কালে স্ত্রীগণকে কলির আবাস ভূমি বলিয়া অনেকে দর্শন করিতেন। 'স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনা মিন্ধনং চারুদর্শনং' স্ত্রীগণ দেখিতে সুন্দর কিন্তু বস্তুতঃ নরকাগ্নির ইন্ধন স্বরূপ একথা ধর্ম্মাভিমানী প্রতিব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইত। 'যোষিৎসঙ্গিনঃ সঙ্গশ্চতৎ সঙ্গং পরিবর্জ্জয়েৎ' যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গ এবং তাহার সঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবে, ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চসীমায় যাঁহারা আরোহণ করিতেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই কথা ছিল। সাধারণতঃ স্ত্রীগণ যে বিশ্বাসের পাত্র নহেন, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিতেন। রাজগণ অন্তঃপুরে সশস্ত্র জাগৃতভাবে বিহার করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। 'স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ' স্ত্রীগণের সতীত্ব কোথায়, একথা শুদ্ধ চাণক্যের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে ইহা নহে, ইহা বহুকাল হইতে আর্য্যগণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যগণ স্ত্রীগণকে একদিকে যেমন অত্যধিক সমাদর অর্পণ করিতেন, অন্য দিকে আবার তেমনি নীচ ভাবে ঘৃণিত ভাবে দৃষ্টি করিতেন। যোগশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবাবধি ধর্ম্মাভিমানীরা স্ত্রীগণকে 'স্ত্রী নাম্না কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টং' স্ত্রী নাম দিয়া ধর্ম্মনাশের জন্য সংসারে অমৃতময় বিষ কে সৃষ্টি করিয়াছেন' এরূপ ঘৃণ্য দৃষ্টিতে চিরদিন দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সাধারণ লোকে স্ত্রীগণকে স্বাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন। নারদ পঞ্চরাত্রে এইরূপ বিভাগ অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, জগৎকে বিমোহিত করিবার জন্য

অসাধ্বী স্ত্রীর সৃষ্টি হইলে লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীকুলের অবমাননা দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ন্যায় সাধ্বী স্ত্রীগণও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবেন ইহা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করা হইল। এই স্থলে অসাধ্বী স্ত্রীগণকে যেমন ঘৃণাসূচক বাক্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধ্বী স্ত্রীগণকে আবার তেমনি উচ্চ দেবপদে আরূঢ় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমতঃ সাধ্বী অসাধ্বী অনুসারে সম্মাননা এবং ঘৃণা অর্পণ করিয়া পশ্চাতে সাধারণতঃ স্ত্রীগণের প্রতি অসাধুভাব আরোপ করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারতের যে স্থান হইতে প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, সেখানেই পৌরাণিক সময়ে স্বামির স্ত্রীর প্রতি যে কোন প্রকার অনাদর ছিল না দেখিতে পাওয়া যায়।

'অথবা মদ্বিনাশোঽয়ং নহি শক্ষ্যামি কিঞ্চন।
পরিত্যক্তু মহং বন্ধুং স্বয়ং জীবন্নৃশংসবৎ॥
সহধর্ম্মচরীং দান্তাং নিত্যং মাতৃসমাং মম।
সখায়ং বিহিতাং দৈবৈ র্নিত্যং পরমিকাং গতিং॥
পিত্রা মাত্রা চ বিহিতাং সদা গার্হস্থ্যভাগিনীং।'

অথবা আমারই বিনাশ সমুপস্থিত হইল। আমি কখনই স্বয়ং নৃশংসের ন্যায় জীবিত থাকিয়া বন্ধুকে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না ইনি সহধর্ম্মচরী, নিত্যসংযতেন্দ্রিয়, আমার মাতৃসমা। দেবতাগণ ইহাঁকে আমার সখা করিয়া দিয়াছেন, পিতা মাতা ইহাঁকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন, ইনি আমার চির পরম শান্তি লাভের স্থান।

স্ত্রীগণকে শাস্ত্রকারেরা কোন কালে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিবার অধিকার অর্পণ করেন নাই। তাঁহারা এরূপ কেন করিলেন উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যাহাদিগের প্রতি পদে২ অবিশ্বাস, তাহাদিগকে চিরদিন অন্যের অধীন হইয়া থাকিবার অবশ্য উপদেশ করা হইবে সন্দেহ কি? স্ত্রীগণের প্রতি অল্পে অল্পে ঘৃণার ভাব বৃদ্ধি হওয়াতে স্ত্রীগণের ব্রহ্মবাদিনী (২) হইবার অধিকার পর্য্যন্ত পৌরাণিক সময়ে

(২) ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণের উপনয়ন সংস্কার হইত। তাঁহারা অগ্নি রক্ষাদি সমুদায় অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা শুদ্ধ নিজেরা বেদ পাঠ

বিলুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহারা বেদ পাঠে অধিকারী ছিলেন, অন্যকেও বেদ পাঠ করাইতেন; কিন্তু পৌরাণিক সময়ে আমরা দেখিতে পাই স্ত্রীগণকে ঘৃণিত শূদ্রগণের ন্যায় বেদ পাঠ হইতে এককালে বঞ্চিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বের রীতি অনুসারে এ সময়েও তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সময়ে স্বামির সঙ্গে উপবেশন করিতেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাদিগের অধিকার ছিল, তাহা আর রহিল না। একালে স্ত্রীগণ এত হীন দশাপন্ন হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের ন্যায় অজ্ঞানগণের জন্যই পৌত্ত-লিকতা সৃষ্ট হয়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

পতিসেবা।

জন্মাবধি প্রায় যাহাদিগের কাহার সঙ্গে কাহার কোন সম্পর্ক নাই; এমন এক স্ত্রী এবং এক পুরুষের একত্র বিবাহ হয় এবং তাহাদিগের উভয়কে এক হইয়া যাবজ্জীবন থাকিতে হয়। বিবাহদ্বারা উভয়ের একত্র যে বন্ধনটি সম্পাদিত হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে উভয়ে এক হৃদয় হইয়া জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখী হইবে। এই একত্র বন্ধনের রজ্জু মনের মিল অর্থাৎ এই ঐক্যের আদিকারণ প্রেম। অন্যান্য প্রীতি, স্নেহ বা সৌহার্দ্দ এই প্রেমের ছায়া মাত্র। এই প্রেম যে সংসারে নাই সে সংসা-

---

করিতেন এমন নয়, তাঁহারা অন্যকেও বেদ পাঠ করাইতেন। যথা হারীত বলিয়াছেন।

'দ্বিবিধাস্ত্রিয়ঃ ; ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যো বধ্বশ্চ।
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়ন মগ্নীন্ধনং
বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভৈক্ষ্যচর্য্যেতি।
সদ্যোবধূনা মুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ। তত্থ্যাগাস্বয়বিষয়ং।
'পুরাকল্পেষু নারীণাসৌঞ্জী বন্ধনমীষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথতি।'

রের কখন শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কথিত আছে "যেখানে ঐক্য, সেখানে লক্ষ্মী।" কিন্তু "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা" সদৃশী অর্থাৎ স্বামীর যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্টা স্ত্রী পাওয়া কঠিন। যাহা হউক স্বভাবতঃ যাহা দুর্লভ চেষ্টাদ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে সুলভ হইতে পারে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য কিসে হয়? এখন সেইটী আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

দুইটি বিষম পদার্থের মধ্যে একটির বৈষম্য খণ্ডন না করিলে উভয়ের সমতা হয় না, অতএব পতি ও পত্নী এই উভয়ের যদি মনের মিল না থাকে, তবে এক জনের মন হইতে বৈষম্য দূর না করিলে সমতা হওয়া অসাধ্য। তবে কাহার মন হইতে বৈষম্য দূর করা যায়? ইহার উত্তর সহজ। মন্দকে ভাল করিয়া ভালর সহিত সমান করা উচিত, ভালকে মন্দ করিয়া মন্দর সহিত সমান করা কদাচ উচিত নহে। মন্দ কি এবং ভাল কি তাহাও সহজে জানা যাইতে পারে। কিন্তু এমন গৃহিণী বা এমন পতি কোথায়, যে আপনার মনের দোষ স্বীকার করেন এবং তাহা ত্যাগ করিয়া অপরের মনের সহিত সমতা করেন? এরূপ বিষম সমস্যা পূরণের উপায় এক মাত্র, পক্ষপাত শূন্য আত্মপরীক্ষা; তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইতি পূর্ব্বেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহাহউক জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণার কৌশল, বিরুদ্ধ প্রকৃতির স্ত্রী আর পুরুষ বহুকাল একত্র সহবাস করিতে করিতে তাহাদের স্বভাবের বৈষম্য ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হয়। পরে সময়ের গুণে যেমন মাটীও প্রস্তর হয়, প্রস্তরও মাটী হয়, তেমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উভয়ের মনও সহবাস বশতঃ সমভাবাপন্ন হয়। তবে অমিলের কারণ কি? স্বামী কিছু বিদ্যাভিমানী, নারী অশিক্ষিতা, এমন কারণ বশতঃ যে অনৈক্য, তাহা একটু বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই দূরীকৃত হইতে পারে। কেন না স্বামী বিবেচনা করুন, যে অশিক্ষিতা নারীকে শিক্ষিতা করা, বা তাহার মনে জ্ঞান ও নীতির বীজরোপণ করা তাঁহার নিজেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা না করিলে তাঁহার নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপরেই দোষ পড়ে।

অমিলের আর একটি কারণ এই স্বামীর যেমন অবস্থা হউক না, প্রায় স্ত্রীমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা যে অনেক অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়া ও

অতি সুচিক্কণ বসন পরিধান করিয়া রূপবতীদিগের মধ্যে গণনীয়া হইব। যদিও অবস্থাবিশেষে এমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে; তথাপি সকল নারীরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে "নারীরূপং পতিব্রতা" অর্থাৎ পতিব্রতাই নারীর রূপ। একথাটি কবির মুখে আসিল বা ছন্দে মিলিল বলিয়া অথবা নারীদিগের ভুলাইবার জন্য লিখিত হয় নাই; এ কথাটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। নারীর সতীত্ব ধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে নষ্ট হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার রূপের হানি হয়। যে নারীর লজ্জা নাই, ধর্ম্ম নাই, তাহার শ্রী বা কান্তি কদাচ থাকিতে পারে না। মানুষের মনের ভাব তাহার মুখ ও নয়নের ভঙ্গী বা কথার স্বরদ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং শরীরের স্বাভাবিক কদর্য্যতা অপেক্ষা মনের পাপ জনিত শ্রীহীনতা অধিক ঘৃণাজনক। অতএব পতি পত্নীকে যেমন অবস্থায় রাখিতে পারেন, বা যেমন অবস্থায় রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, পতিব্রতা নারীরও কর্ত্তব্য যে সেই অবস্থাতেই তিনি প্রফুল্লিতচিত্তা হইয়া পতিসেবা করেন। "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" পতিই নারীর ভূষণ, অতএব অবস্থাবশতঃ যদি সামান্য ভূষণ না পাওয়াযায় তাহাতে ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান ভার্য্যাঞ্চ বিভব ক্ষয়ে" অর্থাৎ কার্য্যে প্রেরণদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা হয়, এবং নারীর পতিপরায়ণতা পরীক্ষার সুযোগ পতির দরিদ্রাবস্থা। পতিসেবা বা পতিপরায়ণতাকে আজি কালিকার সভ্যাভিমানীগণ অসভ্যতা বা কুসংস্কার বলিতে পারেন এবং হিন্দুসমাজে 'পতিরেকো গুরুস্ত্রীণাং' বলিয়া যেরূপ ভাব আছে তাহা ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু সেবার অর্থ কাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কল্যাণকর কার্য্য করা, পতির প্রতি সেরূপ করাতে স্ত্রীর গৌরবই প্রকাশ পায়।

অমিলের আর একটী কারণ এই যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অনেক বিষয়ে স্বামীর ও স্ত্রীর মতের ঐক্য না হইতে পারে, এমন স্থলে কি উচিত তাহা না জানিয়া মনের অনৈক্য হয়। অতএব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে ন্যায় এবং অন্যায় বিবেচনার স্থলে ন্যায়ের পক্ষে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সুবিধা ও অসুবিধা, লোকাচার ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে মান, অপমান, লাভ ক্ষতি ইত্যাদির দায় স্বামীর, সে স্থলে স্বামীরই কর্ত্তব্য

মীমাংসা করা; এবং তাহাতে বশীভূত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা-পালন করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। শাসনের অধীনে থাকা সকলের পক্ষেই ঐশিক নিয়ম। সমাজ সম্বন্ধে যেমন রাজার শাসন, পরিবার সম্বন্ধে তেমনি পতির শাসন। রাজার অধীনতা স্বীকার না করা যেমন অন্যায়, পতির শাসনের অধীন না হওয়াও তেমনি অন্যায়। রাজনীতি যেমন রাজকার্য্যের উপর শাসন, ধর্ম্মনীতি তেমনি গৃহকার্য্যের উপর শাসন। অতএব পতি যদি সেই নীতি অনুসারে শাসন করেন তাহাতে পত্নীর অধীনতা স্বীকার না করা অধর্ম্মাচরণ, অথবা যে সকল বিষয়ে পতি দায়ী, সে সকল বিষয়ে তাহার মতই গ্রাহ্যকরা যুক্তিসিদ্ধ। সুশাসিতা স্ত্রী সংসারের সুখবর্দ্ধিনী। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক লোকের মনে অনেক প্রকার সংস্কার ও ভ্রম আছে, অতএব এ বিষয়ে স্থির চিত্তে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যথেচ্ছাগমন, যথেচ্ছাচার কার্য্য, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারের নাম যদি স্বাধীনতা হয় তবে সে স্বাধীনতা দেশান্তরিত হউক, কিন্তু যে স্থলে স্ত্রীলোকের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা আছে, সেখানে স্বাধীনতার অভাব নাই। নীতি, যুক্তি ও সকল ধর্ম্মের অনুশাসন এই, যে পত্নী পতির অধীনে থাকিবেন।

যাহা হউক, কোন কোন স্থলে এদেশীয় রীতি ও শাস্ত্রদ্বারা স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার যে হানি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। শাস্ত্রে নারীকে বিশ্বাস করিতে একেবারে বারণ, যথা "যোষিতাং নাবমন্যেত নচাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ। ন চৈবের্ষ্যুর্ভবেত্তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন॥" স্ত্রীলোকদিগকে অবজ্ঞা করিবে না, বিশ্বাস ও করিবে না, তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করিবে না এবং তাহাদিগের অধিকৃতও হইবে না, অর্থাৎ তাহাদিগের অধীন হইবে না। স্ত্রীলোক অধীনে থাকিবে বলিয়া অবজ্ঞা করা বা তাহাদের প্রতি ঈর্ষাভাব প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে, এ উত্তম কথা, কিন্তু তাহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এ কথার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় পূর্ব্বকালে অনেক স্থলে এরূপ শাসনের প্রয়োজন ছিল এবং এখন ও আছে, কিন্তু প্রকৃতাবস্থায় স্ত্রীলোককে এরূপ অবিশ্বাস করা কদাচ উচিত নহে। কারণাভাবে কাহাকেও বিশ্বাস করা যেমন দোষ, অবিশ্বাস করাও তেমনি দোষ।

যাহার উপর বিশ্বাস নাই তাহার সহবাসে থাকাও উচিত নহে, এবং যে বিশ্বাসের পাত্র তাহাকে অবিশ্বাস করিলে সেও অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া যায় এবং অনর্থ ঘটিয়া উঠে; অতএব অবিশ্বাসের নিশ্চয় কারণ না থাকিলে অবিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবিশ্বাসের কারণ সে কালের পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে "ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্" অর্থাৎ অগ্নির নিকট ঘৃত লইয়া গেলেই যেমন গলিয়া যায়, সেইরূপ স্ত্রীলোক অপর পুরুষের নিকট যাইলেই ধর্ম্মনষ্টা হইবার আশঙ্কা হয়। বাস্তবিক এদেশের স্ত্রী এবং পুরুষদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে একথা অসঙ্গত নহে এবং ব্যভিচার দোষ যেরূপ নিন্দনীয় তাহাতে সাবধানের মরে বিনাশ নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ শিক্ষা বিধেয় নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থে-ষন্যনিকেতনে। ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্য বিবর্জ্জিতাং।।" লোকযাত্রার উপলক্ষে, মহোৎসবে, তীর্থে এবং অন্য লোকের বাটীতে পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে না দিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রীকে একাকিনী পাঠাইবে না। যাহা হউক ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যতদূর সাবধান হওয়া যাইতে পারে, তত দূর সাবধান হইবে, কিন্তু সাবধানতা ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু যাহার উপর বিশ্বাস নাই, তাহার সহিত সহবাস করা অসম্ভব, সুতরাং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস জন্মিলে প্রেমের বিচ্ছেদ হয় এবং নানা দোষ ঘটে। অতএব ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনাদ্বারাই নারীরা যাহাতে অবিশ্বাসের পাত্র না হইতে পারে এমন যত্ন করা সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়।

ভাষাজ্ঞান।

অলঙ্কার শাস্ত্র।

ভাষায় সম্পূর্ণ রূপে অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিনটী শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক। ব্যকরণ শিখিলে শুদ্ধ রূপে লিখন ও কথোপকথন করা যায়; ন্যায়ে বিচার শক্তি জন্মে

তাহা দ্বারা যথার্থ ভাববোধক শব্দ প্রয়োগ এবং যাহা বলা যায় বা লেখা যায় তাহা ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত করা যায়; অলঙ্কারে ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য তেজস্বিতা, হৃদয়গ্রাহিতা কিসে হয় জানিতে পারা যায়। আমরা এই প্রস্তাবে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করিব।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নাম শুনিয়া অনেকে ভয় পান যে একি এক কঠিন বিদ্যা—স্ত্রীলোকদিগের বোধ গম্য হইবার নহে। এটী ভ্রম। ইহা স্বাভাবিক এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, রমণীগণের শরীর যত না অলঙ্কারে ভুষিত, তাঁহাদিগের বাক্য তদপেক্ষা অধিক অলঙ্কারে পূর্ণ। কি হাস্য পরিহাস, কি বিলাপ ক্রন্দন, কি স্নেহ সম্ভাষণ, কি প্রণয় ও ভক্তি প্রকাশ নারীগণ এ সকল সময়ে প্রচুর অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন,কিন্তু তাহা কি বস্তু তাঁহারা জানেন না এবং স্থূল বিবেচনায় সকল সময়ে বিশুদ্ধ অলঙ্কার প্রয়োগ ও তদ্দ্বারা কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন না, এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে অলঙ্কার শাস্ত্র কিছু২ জানা আবশ্যক।

অলঙ্কারের সহিত কবিতা ও বাগ্মিতার যেরূপ যোগ, তাহাতে অলঙ্কারের বিষয় বলিতে গেলে এ দুয়ের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে এ দুয়ের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনঃ কোন একটি বিশেষ ভাবের অধীন হইলে, উহা ব্যক্ত করিতে গিয়া কবিত্ব প্রকাশ পায়। সুনীল মেঘ, সুগভীর সমুদ্র, উচ্চ পর্ব্বত শিখর, চিরতুষারমালা, বিচিত্র বনরাজি, পবিত্র চরিত্র মহাত্মাগণের হৃদয় বিমোহক গুণগরিমা ইহার প্রত্যেক কথা মনে এক একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে, এবং এই ভাব হইতে অতুল আনন্দ অনুভব হয়। যখন মনুষ্য তাহার এই হৃদ্গত ভাবটিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে,তখনই কবিতার প্রথম সৃষ্টি হয়। বিশেষ২ ভাব জনিত যে অপূর্ব্ব আনন্দ নিজে অনুভব করিলাম, অন্যেও তাহার রসাস্বাদন করুক, হৃদয়ে যখন ঈদৃশ ইচ্ছা বলবতী হয়,তখন সেই হৃদয়ের উচ্ছলিত ভাব স্বভাবতঃ নিজের উপযোগী এমন ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় যে অন্যের হৃদয়ে সহজে সেই ভাব উদ্দীপিত না হইয়া যায় না। এই উদ্যম ও অভিলাষেই বাগ্মিতার প্রথমোৎপত্তি।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে অলঙ্কার বলি, তাহাও এই স্বাভাবিক প্রণা-

লীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে আলঙ্কারিক প্রণালীতে মনের ভাব ব্যক্ত করা মনুষ্যের পক্ষে এত স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হয় যে, অমরা একথা শুনিলে কখন আশ্চর্য্য হই না, আমাদিগের ভাষার অনেক শব্দ সাদৃশ্য, বা বৈসাদৃশ্য হইতে প্রথমে উৎপন্ন হয়, পশ্চাতে যাহার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রূপে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে উহারা তাহাকেই বুঝায়। আমাদিগের কথাটিকে একটু স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা একটি উদাহরণ গ্রহণ করিতে পারি। দেখ এক শ্রী শব্দে 'লক্ষ্মী শোভা, সরস্বতী, ধর্ম্মার্থকাম, সম্পত্তি, অধিকার, বুদ্ধি, বিভুতি, প্রভা, কীর্ত্তি বৃদ্ধি, সিদ্ধি, পদ্ম, সরলবৃক্ষ, বৃদ্ধি নামক ঔষধ, নামের অগ্রে উল্লেখ করিবার চিহ্ন বিশেষ।' শ্রী শব্দ শ্রি ধাতু হইতে উৎপন্ন। শ্রি ধাতুর অর্থ আশ্রয়। এক এই আশ্রয় অর্থ হইতে শ্রী শব্দের কত অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে! এ সকল অর্থ যে আশ্রয় অর্থের পর পর সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। যাহা হউক আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, যখন কোন ব্যক্তি হর্ষ, শোক, বিস্ময় বা কুতূহলাবিষ্ট হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার মুখ হইতে অনর্গল সাদৃশ্য রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার বাহির হইতে থাকে। আলঙ্কারিকেরা এই স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া বিচিত্রতার তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্রভাবের ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার নাম অর্পণ করিয়াছেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা আর একটু বিশদ করিবার জন্য বলা যাইতে পারে, যে বাহ্য বা আন্তরিক বিষয় আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করিল, অজ্ঞাতসারে চিত্রকরের চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া আমি তাহাকে যথাযথরূপে ভাষাতে চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। চিত্রকর তাহার চিত্রে হৃদ্গত সৌন্দর্য্য তেমন জীবন্ত ভাবে চিত্রিত করিতে পারে না, ভাষায় যেমন উহা চিত্রিত হয়। চিত্রকর হইতে কবির ইহাতেই মহত্ব। এই যথাযথ চিত্রকে আলঙ্কারিকেরা স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নাম দিয়া থাকেন। আমি এক জনের মুখশ্রী দর্শন করিয়া নিতান্ত বিমুগ্ধ হইলাম, আমি সেই গাঢ় বিমুগ্ধতা প্রকাশ করিতে কি করি? আর কোন একটি পদার্থ যাহা আমার নিকটে তৎসদৃশ মনোহর প্রতীত হইয়াছে, স্বভাবতঃ

আমি তৎসঙ্গে উহার তুলনা করিয়া থাকি। 'অহো! এই মুখ নির্ম্মল শশধর সদৃশ' যখন মুখ হইতে এই কথা বিনিঃসৃত হইল। তখনি উপমার সৃষ্টি হইল। উপমিত মুখের সৌন্দর্য্যে আমার মন যতই বিমুগ্ধ হয়, আমি উহাকে ততই সাদৃশ্যের বিষয়ের সঙ্গে অভেদ করিয়া ফেলি। ইহার মুখশশধর দর্শন করিয়া আমার চিত্তে অনুপম আনন্দ উচ্ছলিত হইতেছে। 'আহা এই নিষ্কলঙ্ক শশধর আমার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। অহো! মুখ নয়, এ যে নিষ্কলঙ্ক শশধর' ইহা রূপক অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভাবের আধিক্য হইলে এরূপ পদ বিন্যাস অত্যুক্তি নয়,অতি স্বাভাবিক। বস্তুতঃ অন্যান্য অলঙ্কারও যে এইরূপ স্বভাবতঃ ভাবাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ অলঙ্কারের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা অনায়াসে দর্শান যাইতে পারে।

আলঙ্কারিকেরা যাহাকে গুণ বলেন, তাহাও স্বভাবানুসারী। প্রণয় বা শোকাদিতে চিত্ত আর্দ্র হয় এবং তখন স্বভাবতঃ এমন কথা সকল আইসে যাহা মধুর। ইহাকেই মাধুর্য্য গুণ বলে। এইরূপ ক্রোধ উৎসাহ প্রভৃতিতে মন নিতান্ত উদ্দীপ্ত হয় এবং তখন যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, উহা উৎকট হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে ওজো গুণ বলিয়া থাকেন। আন্তরিক ভাব যত উজ্জ্বল হয়, তাহার প্রকাশও তত উজ্জ্বল হইয়া থাকে এবং শ্রোতার নিকটে তাহা অতি সহজে প্রতীত হয়। আলঙ্কারিকেরা ইহাকেই প্রসাদ গুণ কহেন। বস্তুতঃ ব্যাকরণ এবং তর্কশাস্ত্র শাস্ত্ররূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভাষা এবং যুক্তিপ্রণালী যেমন অগ্রে হইয়া থাকে, সেইরূপ অলঙ্কার শাস্ত্র উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে যে স্বভাবত গুণালঙ্কারাদির সূত্রপাত হইয়াছে ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা।

বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রথমতঃ আমাদিগের হৃদয়ে কবিত্ব শক্তির উদ্রেক করে। এই জন্য আমরা মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় যে সকল কবিতা দর্শন করি, তাহা অধিকাংশ প্রকৃতির শোভা লইয়া বর্ণিত। প্রদোষ, প্রত্যূষ, গিরি, কানন, প্রস্রবণ, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতিস্থ অবস্থাতে কাহার না হৃদয়কে বিস্ময়রসে প্লাবিত করে? সামাজিক উন্নতি সহকারে হৃদয়ের উন্নতি হয়, এবং তখন প্রণয়, বিস্ময়, ভয়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ,

জুগুপ্সা, হাস্য প্রভৃতি হৃদ্গত ভাব বাহ্য প্রকৃতি অপেক্ষা সাতিশয় চমৎকার জনক বলিয়া প্রতীত হয়। এই সময়ে বাহ্য প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ আর প্রধান না থাকিয়া এই সমুদায় হৃদ্গত ভাবের উদ্দীপক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই সময়েই প্রকৃত কাব্য রচনা আরম্ভ হয়।

স্ত্রীরত্ন।

(গত বারের শেষ।)

কিন্তু হায়! বলিতে যে বাজয় হৃদয়ে,
শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে এবে কত নিকেতন।
অজ্ঞান আঁধার পশি হৃদয় নিলয়ে,
ঢেকেছে অবলা কুল-বিজ্ঞান-তপন॥

জ্ঞান, ধর্ম্ম হারা হয়ে কত কুলাঙ্গনা,
প্রখর বিরোধানল জ্বালি অনিবার।
দিবা নিশি বাড়াইছে হৃদয় যাতনা,
ছার খার করিতেছে সোনার সংসার॥

যে রসনা বরষিত সুধা অনুক্ষণ,
কাল কূট তাহা হতে ক্ষরিছে কেবল।
পবিত্রতা জলে মগ্ন ছিল যেই মন,
পাপ পাঁকে ডুবে ডুবে হইছে সমল॥

দ্বেষ, হংসা, স্বার্থভাব বিষম বিলাস,
গর্ব্ব, অহঙ্কার আদি কীট নিরদয়।
কামিনী কুসুম দলে সদা করি বাস
একে একে হরিতেছে মধু সমুদয়॥

কোন গৃহে কলহের ভীষণ নিস্বন
উত্ত্যক্ত করিছে সদা গৃহস্থের চিত।

ভীম মূর্ত্তি রমণীরে হেরি কোন জন
অবাক, বিস্মিত! গৃহ ত্যজিতে উদ্যত॥

সরলতা, পবিত্রতা, নাহি ভালবাসা।
শান্তি সুখ পলায়েছে ছাড়িয়া ভবন।
ক্ষণ তৃপ্তি লভিবারে নাহি যাহে আশা,
কেমনে হইবে বল তাহে সুখী মন?

কোন কুল কলঙ্কিনী কুলে কালী দিয়া
পিশাচিনীপতি-প্রাণ করিয়া হরণ।
ননীর পুতলী সম সন্তানে তেজিয়া
অভিসার পথে সুখে করিছে গমন॥

এই মত গৃহ কত নরক আলয়
হইয়া দিতেছে সদা নিরয়-যাতনা।
এ পোড়া শ্মশান বাস কার মনে লয়
জ্বলিতে জ্বলন্তানলে কাহার বাসনা?

কোথা গো সাবিত্রী, সীতা নলের ঘরণী।
কোন দেশ উজলিছ পবিত্র কিরণে।
তোমা সবে হারা হয়ে ভারত জননী
দীনবেশে অশ্রুধার ফেলে দুনয়নে॥

দেখে যাও ভারতের দুর্দ্দশা এখন,
চরে না এ বনে আর প্রিয় কুরঙ্গিণী।
শুকাইয়া গেছে সুখ শান্তি-প্রস্রবণ,
আকুলিছে বন সদা শার্দ্দূলী তাপিনী॥

প্রশান্ত সরসী সম ছিল যে ভবন,
নারীকুল-কমলিনী সুগন্ধ বিতরি—
সতত তুষিত যথা নেত্র প্রাণ মন,
এমন সুখের বাস কে লইল হরি?

যবে গো, নির্দ্দয় মতি যবনের দল,
দলন করিয়াছিল নানা অত্যাচারে।
তদবধি হারা হয়ে সুতা কুলোজ্জ্বল,
ভাসেন ভারত মাতা শোকের পাথারে॥

রহিবে কি চির দিন বিষাদ-রজনী?
হর্ষ দিবা সমাগম হবে না কি আর?
কত কাল ভারতের রোদনের ধ্বনি,
ব্যাকুল করিবে বল জগৎ সংসার?

ওহে জ্ঞান অভিমানী শিক্ষিতের দল।
এখনো কি ঘুচে নাই যবনের ভয়?
কুলনারীগণ হারা হয়ে জ্ঞান-বল।
দেখিছ না করিতেছে কত কুলক্ষয়॥

ছাড় অভিমান, ধর বিবেক বচন,
যোগ দেও এসে ভাই তাঁহাদের সনে।
বামাকুল হিতে যাঁরা করি প্রাণপণ,
সহিছেন কত কষ্ট অব্যাকুল মনে॥

শ্রেয়ানুসারিণী প্রিয় ভগিনি সকল!
তুলিতেছ জ্ঞান-ফুল তোল সযতনে।
ধরম-সূত্রেতে গাঁথি এ প্রসুন-দল
পর গলদেশে মাখি বিনয় চন্দনে।

মলিন হবে না ফুল জনমে কখন,
উজ্জ্বল হইবে আরো সূত্রের আভায়,
পরম যতনে হৃদে রাখ এ রতন,
পাইবে পরমানন্দ যাইবে যথায়॥

নহে এ সামান্য মালা জগত উজলা,
সুবাসেতে পূর্ণ করে সকল ভুবন।
বাড়াবে সৌন্দর্য্য মরি জিনিয়া চপলা,
ভাসাবে আনন্দনীরে হৃদয় কানন ॥

যবে এ কুসুম দামে আদর করিয়া—
পরিবে সুগল দেশে সব সীমন্তিনী।
তখনি জুড়াবে গন্ধে ভারতের হিয়া,
শোভিবে কামিনীকুল হয়ে শ্রীরূপিণী ॥

শান্তি সুশীতল নীরে প্রতি নিকেতন
মগন থাকিবে সদা,—কুল কন্যাগণ—
ভকতি কুসুম লয়ে হৃদে অনুক্ষণ
জগত—জননী পদ করিবে পূজন।
আহা মরি! চারি দিক হবে মধুময়!
কবে সে সুখের দিন হইবে উদয়?

নীতিগর্ভ উপন্যাস।

সর্পের মস্তকে ও লাঙ্গুলে বিবাদ।

একটী সর্পের লাঙ্গুল অনেক দিন মস্তকের আদেশ অনুসারে চলিয়াছিল এবং তাহাতে কাহার কোন গোলযোগ হয় নাই। একদিন লাঙ্গুল এই স্বাভাবিক ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মস্তককে বলিল:—"শোন্ মাথা মুণ্ড! আমি অনেক দিন অবধি তোর অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া আছি। আমরা যেখানে যাই, তুই মুখপাত হইয়া আগে আগে চলিস্, আর আমি যেন কেনা চাকর, নত হইয়া ঘেঁসড়াইয়া ঘেঁসড়াইয়া তোর পাছু পাছু যাই। তুই সকল বিষয়ে আগে, আর আমি হতভাগা পাছেই, পড়িয়া থাকি। একি ন্যায়সঙ্গত, না উচিত কর্ম্ম? তুই যে শরীরের, আমিও কি তাহার এক

অঙ্গ নই? তুই শরীরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবি, আর বল্ দেখি আমি করিব না কেন?" মস্তক উত্তর করিল, "নির্ব্বোধ লাঙ্গুল! তুমি শরীরকে চালাইবে! তোমার চোক্ নাই যে বিপদ্ দেখিবে, কান নাই যে তার সংবাদ পাইবে এবং মস্তিষ্কও নাই যে তাহাদ্বারা বিপদ্ উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবে। তুমি কি দেখিতে পাও না যে আমি যে কর্ত্তৃত্ব করি সে কেবল আমার নিজের সুখের জন্য নয়?" লাঙ্গুল বলিল, "তা বৈকি! 'আমার নিজের সুখের জন্য নয়' ঠিক্ কথা! সকল একাধিপত্যভোগী অত্যাচারী-দের মুখে এই কথা শুনা যায়। তাঁরা সকলেই বলেন 'তাঁহাদের দাসদিগের উপকারার্থ শাসন ভারগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এরূপ কথা আর শুনিতে চাই না। এখন হইতে আমি কর্ত্তৃত্ব করিব এবং তাহা না হইলে ছাড়িব না।"

লাঙ্গুল উত্তর করিল "ভাল ভাল! তা এত রাগ কেন? আজি হইতে তুমি শরীর চালাইয়া লইয়া যাও।" লাঙ্গুল আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া শরীর চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোথা যাইবে জানে না, যাহোক সটান চলিল এবং এক মহাপঙ্কে গিয়া পড়িল। কাদার মধ্যে সমুদায় শরীর ফেলিয়া অনেক কষ্টে চলিতে লাগিল এবং হাচড়াইয়া হাচড়াইয়া যৎপরো-নাস্তি পরিশ্রম ও কষ্টভোগের পর ডাঙ্গায় উঠিল। কিন্তু শরীরটীতে এমনি কাদা লেপিয়া গেল যে তাহা দেখিয়া আর সাপ বলিয়া চিনিবার যো নাই।

লাঙ্গুল দ্বিতীয় বার যাত্রা করিল, যাইতে যাইতে একটা কাঁটা বনের মধ্যে জড়াইয়া গেল। বড় কষ্ট হইল, সমুদায় শরীর কুঁকড়াইয়া যত টানাটানি করিতে লাগিল, তত আরও জড়াইতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইল। এ সময়ে ভাগ্যে মাথা সাহায্য দান করিল, তাই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ হইল, নতুবা এইখানেই সর্পের জীবন লীলা সম্বরণ করিতে হইত।

লাঙ্গুল মহাশয়ের তথাপি চৈতন্য হইল না, তখনও দর্প চূর্ণ হয় নাই। সে তথাপি কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে চাহিল না। ইহা এবারে চলিয়া একটী অগ্নি-কুণ্ডে গিয়া পড়িল। সমুদায় শরীর ঝলসাইয়া দারুণ যাতনায় ছট্‌ফট্

করিতে লাগিল। লেজ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, সমুদায় শরীর পুড়িতে লাগিল, কেবলি ভয়ানক যাতনা ও ছট্‌ফটি! মস্তক আবার বন্ধুভাবে সাহায্য করিতে আসিল। কিন্তু হায়! সাহায্যের সময় অতীত হইয়াছে; লাঙ্গুল দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মসাৎ হইয়াছে। আগুণ ক্রমে ক্রমে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, অন্ত্র পুড়াইতে লাগিল এবং অবশেষে সকল অঙ্গের সঙ্গে মস্তকও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। মস্তক কেন বিনষ্ট হইল! নির্ব্বোধ লাঙ্গুলকে কেন চালাইবার ভার দিল!

যে সকল লোক বিবেকের হস্ত হইতে কর্ত্তৃত্ব ছাড়াইয়া লইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর আপনাদের চালাইবার ভার সমর্পণ করে, তহাদের এই গতি ও এই দশা হয়। ফল কথা এই, যাঁহারা স্বর্গীয় বিবেকের অনুবর্ত্তী হন তাঁহারা কুশলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং স্বর্গের আলোকে আলোকিত হন। যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হয়, তাহাদের পদে পদে যন্ত্রণা এবং অবশেষে নিশ্চয়ই মৃত্যু গ্রস্ত হইতে হয়।

অধিক বয়সে বিদ্যাশিক্ষা।

লোকে কথায় বলে 'বয়স বুড় হয় বলে বিদ্যা বুড় হয় না।' একথাটী অতি যথার্থ। বাল্যকাল বিদ্যারম্ভের প্রকৃত সময় বটে, কিন্তু যে বয়সে হউক যত্ন ও পরিশ্রম করিলে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকে না—তবে বিদ্যাশিক্ষা কেন না হইবে? দুঃখের বিষয় এই, লোকে কথায় যা বলে কাজে তা করে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাহাদের ভাগ্যে প্রথম বয়সে বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তাহারা এককালে ঠিক্ করে যে অধিক বয়সে ইহা অসম্ভব, ইহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। এই কারণে এদেশের পুরুষগণের অধিক উন্নতি হয় না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া থাকে। এদেশের যেরূপ প্রথা, তাহাতে অধিকাংশ নারীর বাল্যকালে অক্ষর পরিচয়ও হয় না, যাঁহারা অল্পশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারা আবার একটু বয়স হইলে ঔদাস্য পূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন। আমরা এমনও দেখিতে পাই, আজি কালি এদেশের অনেক পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার জন্য উৎসাহান্বিত

হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাপন পত্নী ভগিনী, মাতা বা অন্য আত্মীয়াকে বিদ্যাশিক্ষার্থ অনুরোধ করেন, কিন্তু অনেকে এক বয়সের আপত্তি করিয়া যেমন আছেন তেমনি থাকিতে চান। এইরূপ আপত্তিকারিণীদিগের যদি কিছু উপকার হয়, সেই প্রত্যাশায় আমরা গুটিকত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা দেখিলে সকল বুঝিতে পারিবেন যে অধিক বয়সে লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াও কতলোকে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কেবল লেখা আর পড়া নয়, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, আইন, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি সকল বিদ্যাই অধিক বয়সে শিক্ষা করা যায়, ইহা হইতে তাহারও দৃঢ় প্রমাণ পাইবেন।

এদেশে কবি কালিদাসের তুল্য পণ্ডিত আর নাই। কিন্তু তিনি কত বয়সে বিদ্যারম্ভ করেন, তাহার গল্প সকলেই জানেন। তিনি অনেক বয়স পর্য্যন্ত নিরেট মূর্খ ছিলেন, কয়েকটী ধূর্ত্ত পণ্ডিতের কৌশলে কর্ণাটের রজ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ স্ত্রীলোকটী অদ্বিতীয় বিদ্যাবতী ছিলেন, তাঁহার স্বামী 'উষ্ট্র' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারাতে রাগে ও ঘৃণায় তাঁহাকে পদাঘাত করেন। কালিদাস সেই অবধি বিবেকী হইয়া বিদ্যার সাধনা করেন এবং পরে 'সরস্বতীর বর পুত্র' বলিয়া বিখ্যাত হন। এদেশে আরও কতকগুলি ঈদৃশ উপাখ্যান আছে। কিন্তু সে গল্প কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ইংরাজী ইতিহাস হইতে কয়েকটী নিঃসংশয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

১। মহাত্মা সক্রেটিস যখন বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া না ফেলে এই জন্য সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করেন।

২। রোমের বিখ্যাত সেনাপতি কেটোর যখন ৮০ বৎসর বয়স, তখন তিনি গ্রীক ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

৩। গ্রীক্ নীতিবেত্তা প্লুটার্ক ৭০।৮০ বৎসরের মধ্যে লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

৪। বোকাসিও ৩০ বৎসর বয়সে সুকুমারশাস্ত্র শিখিতে আরম্ভ করেন এবং টস্কানীর সর্ব্ব প্রধান তিন জন ভাষাজ্ঞের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হন।

৫। সার হেনরী স্পেলমান যৌবনকালে বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলা করেন, পরে ৫০। ৬০ বৎসরের সময় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তবিৎ বলিয়া বিখ্যাত হন।

৬। ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী কলবার্ট ৬০ বৎসর বয়সের সময় লাটিন ও রাজনীতি শিক্ষার পুনরারম্ভ করেন।

৭। ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেট ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই। তৎপরে বিদ্যারম্ভ করিয়া তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান বলিয়া গণ্য হন।

৮। লুডোবিকো ১১৫ বৎসর বয়সে তাঁর সময়ের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হন, ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্‌টেয়ার নিজে অধিক বয়সে অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও এই বৃদ্ধের আশ্চর্য্য ক্ষমতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

৯। ওগলবি ৫০ বৎসর অতীত হইলে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন এবং দুই ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য হোমার ও বার্জ্জিলের অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

১০। ফ্রাঙ্কলিন ৫০ বৎসরের পর প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

১১। আকর্সো নামে এক প্রধান আইনজ্ঞ অধিক বয়সে আইন শিখিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন "আমি অধিক বয়সে শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই জন্য অল্প কালে শিখিতে পারিব।"

১২। ইংরাজী কবি ড্রাইডেনের বয়স যখন ৬৮ বৎসর, তখন তিনি ইলিয়ড নামে গ্রীক মহাকাব্য অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট যে সকল গ্রন্থ, তাহা বৃদ্ধকালে লিখিয়াছেন।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু সংখ্যক সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যাহাহউক 'বয়সের জন্য বিদ্যাশিক্ষার আপত্তি করা বৃথা' একথাটী যদি এদেশের নারীগণ বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইব।

হীরক।

প্র। সকল রত্নের মধ্যে অধিক মূল্যবান্ কি?

উ। হীরক।

প্র। হীরকের গুণ কি?

উ। আমরা যত পদার্থ জানি, তার মধ্যে হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল।

প্র। ইহা যে এত কঠিন, তার প্রমাণ কি?

উ। হীরকদ্বারা সকল পদার্থে দাগ দেওয়া যায়, কিন্তু কোন পদার্থ ইহাতে দাগ দিতে পারে না। হীরকের ধারেই হীরক কাটিতে হয়।

প্র। হীরকের ধার কি কাজে লাগে?

উ। কাচ ব্যবসায়ীরা কাচ কাটিবার জন্য হীরক ব্যবহার করে, ইহা ভিন্ন তাহাদের চলে না।

প্র। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হীরকের লক্ষণ কি?

উ। তাহা ফটিক জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত। যে হীরক যত নির্ম্মল জলের ন্যায়, তাহার মূল্য তত অধিক।

প্র। হীরক কি কি রঙের দেখা যায়?

উ। কতকগুলি গোলাপী, কতকগুলি ঈষৎ নীল, পীত, বা পাটল বর্ণের।

প্র। অধিকাংশ হীরক কোন্ কোন্ স্থান হইতে পাওয়া যায়?

উ। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল এবং ভারতবর্ষ হইতে।

প্র। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে হীরকের খনি আছে।

উ। গলকণ্ডা, বুন্দেলখণ্ড।

প্র। হীরক কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া যায়?

উ। ইহা কয়লার খনির মধ্যে মাটীর সহিত মিশ্রিত দেখা যায়। মাটী পরিষ্কার করিয়া জলে ধৌত করিলে উজ্জ্বলতা দেখিয়া হীরক চেনা যায়।

প্র। হীরককে কি কি আকারে কাটিয়া থাকে?

উ। গোলাপ ফুলের ন্যায়।

প্র। হীরকের মূল্য কিরূপে স্থির হয়?

উ। ৪ গ্রেণ অর্থাৎ যবোদরে এক কারাট মাপ হয়, এই মাপে হীরকের দাম ঠিক্ হইয়া থাকে।

প্র। তৈয়ারী হীরার এক কারাটের কত দাম?

উ। ৮০ টাকা।

প্র। যত কারাট ওজনে, দাম কি তত গুণ হয়?

উ। না। ৪ কারাট হীরার দাম, ৪ কে ৪ দিয়া গুণ করিলে যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১২৮০ টাকা। ১২ কারাটের দাম ১২ কে ১২ গুণ করিয়া যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১১৫২০ টাকা। দাম নিরূপণের এইরূপ নিয়ম।

প্র। পৃথিবীতে যত হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহৎ কোন্ টী?

উ। ব্রাগাঞ্জা হীরক, তাহার ওজন ১৬৮০ কারাট, বা ১২ ঔন্স, বা এক তোলা। ইহা ব্রেজিলের সম্রাটের হস্তে আছে।

প্র। ইহার নীচে কোন্ হীরক?

উ। বোর্ণিও দ্বীপের মাটানের রাজার নিকট এই দ্বিতীয় হীরক আছে। ইহার ওজন ৩৬৭ কারাট, বর্ণ অতি স্বচ্ছ জলবৎ, আকৃতি ডিম্বের ন্যায়।

প্র। তৃতীয় স্থলে কোন্ হীরক গণ্য হইতে পারে?

উ। কোহিনুর। ইহা গলকণ্ডা হইতে উৎপন্ন। ইহা মহারাজ রণজিৎ সিংহের ছিল, এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়ার মুকুটকে উজ্জ্বল করিয়া আছে।

প্র। ইহা আমাদের মহারাণী কিরূপে পাইলেন?

উ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে ইংরেজেরা পঞ্জাব জয় করিয়া অধিকার ভুক্ত করিলেন এবং রাজসম্পত্তি কোহিনুর হীরকও হস্তাগত করিলেন।

প্র। ইহার নাম কোহিনুর কেন?

উ। কোহিনুর পারসী শব্দ, ইহার অর্থ আলোকের পর্ব্বত। ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হয়।

প্র। ইহার আকার ও মূল্য কিরূপ?

উ। ইহা গোলাপের ন্যায় কাটা এবং এক্ষণে ওজনে ৩২৩ কারাট। কাটিবার পূর্ব্বে ইহার ওজন ৯০০ কারাট ছিল শুনা যায়। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা।

প্র। অধিক দামী হীরক আর কোথায় কোথায় আছে?

উ। 'দক্ষিণ তারক' নামে আর একটী হীরক ব্রেজিলে আছে, তাহার ওজন ২৫৪ কারাট এবং তাহা কোহীনুরের নীচে গণ্য। রুসিয়ার সম্রাটের নিকট অর্লও নামে এক হীরক আছে, ওজনে ১৯৫ কারাট। তিনি ইহা একজন গ্রীক্ বণিকের নিকট ক্রয় করেন, তজ্জন্য বণিককে নগদ

৯ লক্ষ টাকা দেন এবং সে যতদিন বাঁচিবে ৪০ হাজার টাকা বার্ষিক দিতে স্বীকার করেন। প্রুসিয়ার সম্রাটের নিকট যে হীরক আছে তাহা পরিমাণে ১৩৬ কারাট। ইহা প্রথমে মান্দ্রাজের গবর্ণর পিট সাহেবের ছিল, ফ্রান্সের অর্লিয়ান্সের ডিউক যখন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, ১৩ লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করেন। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার তরবারের বাঁটে ইহা বসাইয়াছিলেন। তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইলে ঐ হীরক প্রুসীয়দিগের হস্তগত হইল। অষ্ট্রিয়া সম্রাটের ১৩৯ কারাট ওজনের এক হীরক আছে, তাহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা, দোষের মধ্যে তাহা ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত। ফ্রান্সের ডিউক অব বর্গণ্ডীর দুই খণ্ড হীরক ছিল। ডিউক এক যুদ্ধস্থলে হত হইলে হীরক খণ্ডদ্বয় হৃত হয়। তাহার একখণ্ড সান্সী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একজন রুসীয় সম্ভ্রান্ত লোক ৮ লক্ষ টাকায় কিনিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে কুড়াইয়া পাইয়া ২৷৷০ টাকায় বেচিয়াছিল। ইহা অনেক হাত ফিরিয়া এখন ধর্ম্মগুরু পোপের মুকুট সুশোভিত করিতেছে। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা হইবে।

প্র। হীরক কি কি পদার্থে নির্ম্মিত?

উ। কয়লা যে যে পদার্থে, ইহাও ঠিক্ সেই সেই পদার্থে প্রস্তুত, কেবল রাসায়নিক যোগের ভিন্নতা মাত্র।

প্র। কয়লা হইতে কি হীরক প্রস্তুত করা যায়?

উ। করা অবশ্য যায়, কিন্তু সহজ নহে। লেবয়সর নামে ফরাসী দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা কয়লা ও হীরক যে এক পদার্থ তাহা দেখাইয়াছেন।

প্র। সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য রত্ন হীরক ও কয়লাতে এক পদার্থ?

উ। পৃথিবীর মহামূল্য রত্নের অহঙ্কার করা বৃথা। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ১২ লক্ষ টাকার এক খণ্ড হীরক ২৷৷০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু হীরকের যথার্থ দাম মহারাজ রণজিৎ সিংহকে এক জন রাজা বলিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে শুনা যায়, কোহিনুর হীরক একজন মুসলমান রাজার ছিল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে জয় করিয়া উক্ত হীরক তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহার

প্র। যত কারাট ওজনে, দাম কি তত গুণ হয়?

উ। না। ৪ কারাট হীরার দাম, ৪ কে ৪ দিয়া গুণ করিলে যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১২৮০ টাকা। ১২ কারাটের দাম ১২ কে ১২ গুণ করিয়া যত হয় তাহার ৮০ গুণ অর্থাৎ ১১৫২০ টাকা। দাম নিরূপণের এই-রূপ নিয়ম।

প্র। পৃথিবীতে যত হীরক আ-বিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহৎ কোন্ টী?

উ। ব্রাগাঞ্জা হীরক, তাহার ওজন ১৬৮০ কারাট, বা ১২ ঔন্স, বা এক তোলা। ইহা ব্রেজিলের সম্রা-টের হস্তে আছে।

প্র। ইহার নীচে কোন্ হীরক?

উ। বোর্ণিও দ্বীপের মাটানের রাজার নিকট এই দ্বিতীয় হীরক আছে। ইহার ওজন ৩৬৭ কারাট, বর্ণ অতি স্বচ্ছ জলবৎ, আকৃতি ডিম্বের ন্যায়।

প্র। তৃতীয় স্থলে কোন্ হীরক গণ্য হইতে পারে?

উ। কোহিনূর। ইহা গলকণ্ডা হইতে উৎপন্ন। ইহা মহারাজ রণ-জিৎ সিংহের ছিল, এক্ষণে ইংলণ্ডে-শ্বরী বিক্টোরিয়ার মুকুটকে উজ্জ্বল করিয়া আছে।

প্র। ইহা আমাদের মহারাণী কিরূপে পাইলেন?

উ। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে ইংরেজেরা পঞ্জাব জয় করিয়া অধিকার ভুক্ত করিলেন এবং রাজসম্পত্তি কোহিনূর হীরকও হস্তাগত করিলেন।

প্র। ইহার নাম কোহিনূর কেন?

উ। কোহিনূর পারসী শব্দ, ইহার অর্থ আলোকের পর্ব্বত। ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হয়।

প্র। ইহার আকার ও মূল্য কি-রূপ?

উ। ইহা গোলাপের ন্যায় কাটা এবং এক্ষণে ওজনে ৩২৩ কারাট। কাটিবার পূর্ব্বে ইহার ওজন ৯০০ কারাট ছিল শুনা যায়। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা।

প্র। অধিক দামী হীরক আর কোথায় কোথায় আছে?

উ। 'দক্ষিণ তারক' নামে আর একটী হীরক ব্রেজিলে আছে, তাহার ওজন ২৫৪ কারাট এবং তাহা কোহী-নূরের নীচে গণ্য। রুসিয়ার সম্রাটের নিকট অর্লও নামে এক হীরক আছে, ওজনে ১৯৫ কারাট। তিনি ইহা একজন গ্রীক্ বণিকের নিকট ক্রয় করেন, তজ্জন্য বণিককে নগদ

৯ লক্ষ টাকা দেন এবং সে যতদিন বাঁচিবে ৪০ হাজার টাকা বার্ষিক দিতে স্বীকার করেন। প্রুসিয়ার সম্রাটের নিকট যে হীরক আছে তাহা পরিমাণে ১৩৬ কারাট। ইহা প্রথমে মান্দ্রাজের গবর্ণর পিট সাহেবের ছিল, ফ্রান্সের অর্লিয়ান্সের ডিউক যখন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, ১৩ লক্ষ টাকায় ইহা ক্রয় করেন। মহাবীর নেপোলিয়ন আপনার তরবারের বাঁটে ইহা বসাইয়াছিলেন। তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইলে ঐ হীরক প্রুসীয়দিগের হস্তগত হইল। অষ্ট্রিয়া সম্রাটের ১৩৯ কারাট ওজনের এক হীরক আছে, তাহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা, দোষের মধ্যে তাহা ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত। ফ্রান্সের ডিউক অব বর্গণ্ডীর দুই খণ্ড হীরক ছিল। ডিউক এক যুদ্ধস্থলে হত হইলে হীরক খণ্ডদ্বয় হৃত হয়। তাহার একখণ্ড সান্সী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একজন রুসীয় সম্ভ্রান্ত লোক ৮ লক্ষ টাকায় কিনিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে কুড়াইয়া পাইয়া ২।।০ টাকায় বেচিয়াছিল। ইহা অনেক হাত ফিরিয়া এখন ধর্ম্মগুরু পোপের মুকুট সুশোভিত করিতেছে। ইহার মূল্য ১২ লক্ষ টাকা হইবে।

প্র। হীরক কি কি পদার্থে নির্ম্মিত?

উ। কয়লা যে যে পদার্থে, ইহাও ঠিক্ সেই সেই পদার্থে প্রস্তুত, কেবল রাসায়নিক যোগের ভিন্নতা মাত্র।

প্র। কয়লা হইতে কি হীরক প্রস্তুত করা যায়?

উ। করা অবশ্য যায়, কিন্তু সহজ নহে। লেবয়সর নামে ফরাসী দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক পরিশ্রম ও কৌশল করিয়া কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা কয়লা ও হীরক যে এক পদার্থ তাহা দেখাইয়াছেন।

প্র। সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য রত্ন হীরক ও কয়লাতে এক পদার্থ?

উ। পৃথিবীর মহামূল্য রত্নের অহঙ্কার করা বৃথা। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ১২ লক্ষ টাকার এক খণ্ড হীরক ২।।০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু হীরকের যথার্থ দাম মহারাজ রণজিৎ সিংহকে এক জন রাজা বলিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে শুনা যায়, কোহিনুর হীরক একজন মুসলমান রাজার ছিল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে জয় করিয়া উক্ত হীরক তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ইহার

প্রকৃত মূল্য কি? তিনি বলিলেন 'পাঁচ জুতি'। অর্থাৎ 'আমি এক রাজাকে জয় করিয়া জুতা মারিয়া লইয়াছি, তুমি আমার নিকটে সেইরূপে লইলে।' এক্ষণে ইংরেজ বাহাদুরেরাও সেই মূল্য দিয়া রণজিৎ সিংহের ভাণ্ডার হইতে তাহা লইয়াছেন। অতএব হীরকের মূল্য 'পাঁচ জুতি' ঠিক্ কথা।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে সচরাচর স্ত্রীলোকদিগের যে বয়সে বিবাহ হয় তাহার একটী তালিকা দেখা গেল। ইংলণ্ডে যত রমণী বাস করেন তাহার সাত ভাগের এক ভাগ ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হন, অৰ্দ্ধেক ২০ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে, তিন ভাগের ২ ভাগ ১৫ হইতে ২৫ বৎসরে। ১৫ হইতে ২৫ বৎসর ll৶০ দশ আনার অধিক স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, যে ছয় আনা অবশিষ্ট থাকেন, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহাদের শুভ বিবাহ হইয়া থাকে। ১৫ হইতে ২০ বৎসরে যত পুরুষের বিবাহ হয়, তাহার ছয় গুণ স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। ২০ হইতে ২৫, স্ত্রীও পুরুষে প্রায় সমান। অধিক বয়সে পুরুষের বিবাহ সংখ্যা যত, স্ত্রীলোকের তত কখনই হইতে পারে না।

আমাদের দেশের বিবাহের তালিকা না থাকাতে আমরা ঠিক্ বিবরণ দিতে পারি না, তবে বলিতে পারি, আট আনা স্ত্রীলোকের বিবাহ ১০।১১ বৎসরের মধ্যে হয়। অবশিষ্ট ll০ আনার মধ্যে ।৶১৯৸=র বিবাহ ১২।১৩ বৎসরে হয়। যে এককান্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মদিগের গৃহের বালিকা মাত্র।

২। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ছোট নাগপুরের স্ত্রী-নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইতে ১২ জন ছাত্রী অসচ্চরিত্রতা নিবন্ধন তাড়িতা হইয়াছে।

৩। গত ৪ টা ও ৫ ই আশ্বিন যশোহর, পাবনা, প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল।

৪। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন, "ইংরাজ রাজদূত নেপল্সের গর্ভবতী রাণীর সমক্ষে কুৎসিত ভাবে নৃত্য করায় রাজ্ঞী হাসিতে হাসিতে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।" গর্ভিণী নারীর পক্ষে অতি হাস্য, শোক প্রভৃতি অনিষ্ট জনক, ইহা বৈদ্যক শাস্ত্রেরও মত।

৫। সম্প্রতি মহারাণী বিক্টোরিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংরেজ জাতি নিজে স্বাধীন প্রকৃতি, তাঁহারা অন্য জাতিকেও স্বাধীন করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। শুনা যাইতেছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আফ্রিকায় যুদ্ধ বাঁধিবে,কিন্তু ইংরেজ জাতি কি সেই ভয়ে কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইবেন?

৬। নরওয়ে দেশের এক জাহাজাধ্যক্ষ এক বৃহৎ সামুদ্রিক সর্প দর্শন করিয়াছেন। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৫০ হস্ত, ইহার পিঠে মাছের ন্যায় চারিটী ডানা আছে, বর্ণ ঈষৎ হরিৎ সংযুক্ত পীতবর্ণ, মধ্যে মধ্যে পাটল বর্ণের ফোঁটা দেওয়া, ইহার শরীরের বেড় চারি হস্ত। ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া অসম্ভব বলা যায় না।

৭। আমেরিকায় একটী রমণী ফটোগ্রাফী অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত শ্রুত লিখন প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি তত্রত্য প্রতিনিধি সভার কার্য্য বিবরণ সকল লিখিয়া থাকেন।

৮। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। জুলাই মাসে ২৩টী ছাত্রী ছিল, আগষ্টে ২৬ এবং সেপ্টেম্বরে ৩১টী হইয়াছে। বাহির হইতে ছাত্রী আনিবার জন্য স্কুলের গাড়ী হইলে অনেক ছাত্রী পাইবার সম্ভাবনা।

৯। অবলাবান্ধব লিখিয়াছেন "কৃষ্ণবর্ণকে শ্বেত বর্ণে পরিণত করিবার এত দিন পরে এক উপায় বহির্গত হইয়াছে। যিনি কৃষ্ণবর্ণকে শ্বেত করিতে চান, তাঁহার শরীর প্রথমত কোন ক্ষারের জল দিয়া ধৌত করিতে হইবে, এবং শরীর উত্তম করিয়া ধৌত করিয়া উত্তপ্ত গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহটী এত উত্তপ্ত করিতে হইবে যে, তথায় তাপমান যন্ত্রে ১২০ অংশ পারা উঠিবে। এই উত্তপ্ত গৃহে ক্রমাগত ১৫ মিনিট থাকিয়া ক্লোরাইন নামক পদার্থ-মিশ্রিত জলে অবগাহন করিতে হইবে। পূর্ব্বে উষ্ণ গৃহে অবস্থিতি জন্য লোমকূপের মুখ সমুদয় খুলিয়া যায়, এবং এই সকল দ্বার দিয়া শরীরস্থিত রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে ক্লোরাইন গিয়া মিশ্রিত হয়। তৎপরে শরীরের মধ্যে উক্ত পদার্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোমকূপের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য,এবং এই নিমিত্ত

একটী বরফের গৃহে প্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বরফের গৃহে উপস্থিত হইলে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু এই যন্ত্রণা ১০ মিনিট মাত্র সহ্য করিতে হইবে, এবং ইহার পরে তাপমানের ১৪০ অংশ উত্তপ্ত জলে অবগাহন করা প্রয়োজন। ইহাদ্বারা লোমকূপের মুখ আবার খুলিয়া যায়, এবং ক্লোরাইন কর্ত্তৃক শরীরের রঞ্জক পদার্থ নির্গত হইয়া বর্ণ শ্বেত হইয়া যায়। এত দিন পরে, যে সমুদয় বাঙ্গালী সাহেব হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁহাদের আর ভাবনা থাকিল না।" এত কষ্টের চেয়ে শরীরটা ধোপার পাটে কাচিয়া আনিলে হয়।

১০। আমরা শুনিয়া যার পরনাই আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এদেশের সামান্য লোকদিগের শিক্ষাবিধানার্থ সাড়ে চারিলক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা হইতে আপাততঃ সাত হাজার পাঠশালা স্থাপিত হইবে। এদেশে স্ত্রীলোক এবং শূদ্র অথবা ইতরলোক চিরকাল ঘৃণিত হইয়া আছে, তাহাদিগের উন্নতির স্বপক্ষতা দূরে থাকুক, বিপক্ষতা করাই এক প্রকার এদেশীয় প্রথা। সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র এই দুই শ্রেণীর জ্ঞানোন্নতির উপায় করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালন করা হয়।

বামাগণের রচনা।

সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মিকা সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।

দুই দিবস যোগের পর আবার মনুষ্য একেবারে জীবন হারাইয়া যখন মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হয়, তখন ঈশ্বর কোথায়, আমি কোথায়, কেন উপাসনা ভাল লাগে না, কেন পাপে জ্বালা বোধ করিয়া চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয় না, পাপ আর হৃদয়ে আঘাত করে না? এই চিন্তায় মন আন্দোলিত হইতে থাকে। এই রূপ অবস্থায় মনুষ্য এই মাত্র আলোক দেখিয়াছিল, হঠাৎ অন্ধকার দর্শন পূর্ব্বক নিরাশ কূপের অতলস্পর্শ গভীর গর্ত্তে নিমগ্ন হয় অথচ অনুতাপে তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে "এই বলিলাম এ কার্য্য করিব না, ইহা দ্বারা আমার উপাসনার ব্যাঘাত জন্মিতেছে, বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম, পিতঃ

পাপ হইতে মুক্ত কর, আমি পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া আর কত দিন কাঁদিব? কবে তুমি দেখা দিয়া প্রাণে বাঁচাইবে, তোমার সাক্ষাতে বলিলাম যাহা বলিবে তাহাই শুনিব এই তোমার জন্য হৃদয়ের এত ব্যাকুলতা হইল যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই; তবু তুমি দেখা দিলে না। যে সকল পাপের জন্য ক্রন্দন করিয়াছি, তা ত গেল না। যে আশা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিলাম তাহা যেমন তেমনি রহিল, তাহার কণা মাত্র পূর্ণ হইল না।” মনোমধ্যে এই ভাব দেখিয়া আমরা আরও নিরাশ হইয়া দয়াময় ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ করি। কিন্তু হায়! কিসের জন্য যে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে না, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া পুণ্যময় পরমেশ্বরের নিন্দাবাদ করিতে থাকি। এরূপ নিরাশা আমাদিগের একটি মহা পাপ।

নিরাশার কারণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। যদি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের আত্মার মূলে নিরাশা রূপ মহান্ শত্রু স্থান পাইত না।

নিরাশার আরো দুইটি কারণ আছে—সরল প্রার্থনা ও অসরল প্রার্থনা। অনেক সময় আমাদিগের এমন প্রার্থনা করা হয় যে মুখে কত কাতর বচন বহির্গত হইতেছে, কিন্তু হৃদয় তত কাতর হয় না। অনেক বাগাড়ম্বর দ্বারা পিতার নিকট প্রার্থনা করি, কি যে বলি, কি ভাবের যে উপাসনা হয়, তাহা স্মরণ থাকে না। কোন্ অভাবটির জন্য যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহারো বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকে না। আর যদি কোন একটি গূঢ় পাপের জন্য প্রার্থনা করি, আর করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু হায়! তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা থাকে না। কার্য্যের সময় সকলি বিস্মৃত হইয়া থাকি।

এইরূপে আমাদিগের প্রার্থনার সহিত কার্য্যের যোগ না হইলে নিরাশ হইয়া পড়ি। নিরাশা একটি মহা শত্রু। নিরাশা অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ। বাস্তবিক যদি আমাদিগের হৃদয় জ্বলে, যথার্থই যদি আমরা পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া থাকি এবং যথার্থই যদি বক্ষঃ বিদারণ পূর্ব্বক অশ্রুধারা

প্রবাহিত হয়, ও যথার্থই যদি সাংসারিকতা ভাল লাগে না, সকলি কণ্টক বৎ বিদ্ধ করিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা উন্নতির মুখ দর্শন করিতে পারিব। যেহেতু দয়াময় পিতা আমাদিগের হৃদয় দেখেন। তিনি আমাদিগের ধন মান ঐশ্বর্য্য দেখেন না। হৃদয়ের সহিত কত টুকু কার্য্য করিলাম, প্রাণ খুলিয়া কত টুকু তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম এবং তাঁহার জন্য হৃদয় কত কাতর হইয়াছে তাহা তিনি দেখেন, এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রত্যেক অশ্রু বিন্দু গণনা করেন, কখন নিশ্চিন্ত থাকেন না।

তিনি ভুলিবার ঈশ্বর নহেন, আমরা তাঁহার দয়া ও উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নির্দ্দয় ঈশ্বর বলিয়া নিন্দা বাদ করিতে থাকি এবং তাঁহার অকলঙ্ক স্বরূপে কলঙ্ক আরোপ করি। আপন হৃদয় দেখি না, প্রত্যহ সরল কি অসরল প্রার্থনা হইতেছে তাহা দেখি না, কেবল বৃথা কতক গুলি প্রণালী বদ্ধ বাক্য দ্বারা উপাসনা সাঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। যে সকল গূঢ় গূঢ় পাপ হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগের একটীও হৃদয়কে ছাড়িতেছে না,যেমন তেমনিই রহিয়াছে। সুতরাং উপাসনা করিয়া তৃপ্ত না হইয়া আমরা নিরাশ হইয়া পড়ি। বাস্তবিক যখন আমাদিগের পাপ বোধ হইবে এবং ঐ সকল পাপ সর্প দংশনের ন্যায় দংশন করিবে, তখন আর নিরাশা আসিবে না।

আমাদিগের হৃদয়ে নিরাশা আশাই পাপ। যদি নিরাশ হই, তবে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করা হইল। তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারের ভিক্ষুক হইতে হইবে। যেমন কোন ধনীর দ্বারে যদি কোন অনাথ দীন যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, আর ধনী ভিক্ষা প্রদান না করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই নির্দ্দোষী ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেয়, তখন ভিক্ষুক কাতর স্বরে বলে "আমি নিতান্ত দীন, আমার আর কেহ নাই, তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমারে রক্ষা কর। অদ্য তিন দিবস হইল আমার উদরে অন্ন যায় নাই, আমি কাহার দ্বারে যাইব? এক বার আমার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া দেখ"। ইহাতেও যদি ঐ ধনী পরিত্যাগ করিতে চাহে, তবু সেই কাতরাপন্ন ভিক্ষুক উদর জ্বালায় অস্থির হইয়া ধনী ভিন্ন আর কেহ নাই জানিয়া

তাহার দ্বার ছাড়ে না। বলে "তুমি আমাকে কষ্ট দাও, আর যা কর, তোমাভিন্ন আমার আর গতি নাই, তোমাকে ছাড়িব না। তখন সেই ধনী তাহার উদর পূর্ত্তি না করিয়া কখন নিশ্চিন্ত মনে আপন সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই রূপ কাতর প্রাণে পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া পিতার দ্বারের ভিক্ষুক হইয়া পিতাকে বলিব যে "আমার কেহ নাই, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও। তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম, দেখ পিতা! আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, আমার আর কেহ নাই তোমার দ্বারে আমি ভিখারী হইলাম, তুমি আমাকে পরিত্রাণ না করিলে ছাড়িব না, এই তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।" ভিক্ষুককে যদি বিজাতীয় প্রহার করে, তবু সে আশা করে, কোন মতে নিরাশ হয় না এবং ভিক্ষা নাই বলিলেও শুনে না। তদ্রূপ আমরাও নিরাশ না হইয়া পাপ জ্বালায় অস্থির হইয়া বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে পিতার দ্বারে যাইয়া ক্রন্দন করিব, তিনি অবশ্য আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমাদিগের সেইরূপ বিনীত ভাব চাই। আমাদিগের যে সমুদায় দুষ্প্রবৃত্তি আছে, নিজের বলে তাহা কখন দমন করিতে পারিব না; তাঁহার বল চাই তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাই, বৃথা অনেক বাক্‌চাতুরী করিয়া বলি যে দেখি আমাকে কত দিনে উদ্ধার করেন, কত দিনে পাপের জ্বালা নিবান। সেরূপ উন্নত মস্তকের উপাসনা প্রার্থনা কখন সিদ্ধ হয় না। আমরা যত বিনীত হইতে পারি, আমাদিগের তত মঙ্গল। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিনীত হইতে না পারিলে আমরা কখন দয়াময়ের আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম কিম্বা তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছার সম্মিলন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। বিনীত ভাবে আশ্বাসিত অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।

আবার কত সময়ে আমাদিগের প্রার্থনা সরল হইলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ ও তাঁহার দর্শন হয় না। তিনি অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। দেখেন আমাদের কত দূর মনের বল ও উপাসনা বিশ্বাসের কত বল, নতুবা তিনি আমাদিগকে কখন ফেলেন না।

আমরা আপন দোষে নিরাশ হইয়া তাঁহাতে দোষারোপ করি, একেবারে দশ বৎসরের উপাসনা যোগ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলি। তখন আত্মার যোগ সাধনের বল আর কিছুই থাকে না। যদি আমাদিগের পাপের জ্বালা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহার চরণের মূল্য জানিতে পারিতাম না। তিনি যে কি ধন, তাঁহার আশ্রয়ে যে কি শান্তি, তাহার কিছুই বোধগম্য করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে বহু দিবস পাপে ফেলিয়া রাখিবার এই কারণ। তিনি আমাদিগের প্রতি যাহা করেন, তৎ সমুদায় মঙ্গলের তরেই হয়। অতএব আমাদের নিরাশ হওয়া অতি অনুচিত। তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আনন্দ চিত্তে এ সংসারের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে!

সাধু যিনি, তিনি হৃদয়ের বিশ্বাস দয়াময় ঈশ্বরে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারের ভিক্ষুক হন। বলেন "পিতা! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব, তোমাভিন্ন আর কোথায় শান্তি পাইব" এই বলিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের দিকে চলিয়া যান। বিপদ্ কালে তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। বলেন নিরাশ কেন হইব? পিতা আমার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গণনা করিতেছেন, যখন উপযুক্ত হইব তখন তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি পতিত সন্তানের প্রতি অগ্রে চাহিয়া দেখেন।" যদি তাঁহার সম্মুখ দিয়া তাঁহার বন্ধু বান্ধব গণ স্বর্গ রাজ্যের দিকে চলিয়া যায়, আর তিনি পড়িয়া থাকেন, তথাপি তিনি কাতর হন না, পিতার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি জানেন যে দয়াময় তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না, সময় হইলেই ফিরে চাহিবেন। অতএব নিরাশা আমাদিগের মহাপাপ। হৃদয়ের সহিত তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রাণ মন তাঁহাতে সমর্পণ করিলেই তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি আশার যষ্টি স্বরূপ, তাঁহার করুণায় নিরাশ হইলে আমাদিগের গতি কি হইবে? দুর্দ্দশার যে সীমা থাকিবে না। আমরা যখন যে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তখন আশা পূর্ণ হৃদয়ে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে। যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, আশা পূর্ণ হৃদয়ে বল প্রার্থনা করিতে হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১১ সংখ্যা } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৯ } ৮ম ভাগ

পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি, আর্য্যগণ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া যোগপথ অবলম্বন করিলেন, তখনই সংসারের প্রধান বন্ধন স্ত্রীগণের উপরে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দোষ ও কুৎসিত ভাবের আরোপ করিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন,

"যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎত্যক্তং জগৎত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।"

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগে ইচ্ছা আছে, যাহার স্ত্রী নাই, তাহার আর ভোগের স্থল কোথায়? অতএব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেই জগৎ (সংসার) পরিত্যাগ করা হইল, জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হওয়া যায়। কঠোর প্রকৃতি পুরুষগণ সর্ব্ব প্রকারের স্নেহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া বলিতে পারেন স্ত্রীগণ তদ্রূপ হউন, কিন্তু উহা তাঁহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর্য্যগণ যখন এই অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের গৃহিণীগণ যে তাঁহাদিগের উদ্যমের অন্তরায় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মনুষ্য এক বিষয়ে উন্মত্ত হইলে, যে কেহ তদ্বিরুদ্ধে প্রয়াস পায়, তাহার মস্তক পর্য্যন্ত ছেদন করিতে পারে, অতএব আর্য্য-

গণ স্ত্রীগণের প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

বৈদিক সময়ে আমরা স্ত্রীগণের অনেক বিষয়ে পুরুষগণের সহিত সমান অধিকার দর্শন করি, ইহা অতি স্বাভাবিক; কারণ তৎকালে অস্বাভাবিক সন্ন্যাস পথ অবলম্বনের প্রথা ছিল না। আর্য্যগণ যতই সংসারের প্রতি বিমুখ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদিগের স্ত্রীগণের সহিত প্রণয় পাশ ছিন্ন হইতে আরম্ভ হইল। প্রণয় স্থলে ঘৃণা আসিয়া সমুপস্থিত হইল, সুতরাং অনেক স্থলে তাহাদিগের নিজদোষে স্ত্রীগণেতে দোষ সংঘটিত হইতে লাগিল। সে দোষ সর্ষপ কণার ন্যায় হইলে ও তাঁহারা তাহাকে তালসদৃশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষগণ ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হইতে পারেন এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তথাপি সমুদায় কলঙ্ক স্ত্রীগণের উপরে আর্য্যগণ কেন আরোপ করিলেন? সত্য বটে, বিশুদ্ধতা কোমলতা যাহাদিগের প্রকৃতির ভূষণ, অপবিত্র কঠোর পাপকার্য্য তাহাদিগের কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে সকলেরই হৃদয়ে তাহা শেলসম বিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাঁহারা স্ত্রীগণকে অস্বাধীন পশুব্রত্ত করিয়াছেন প্রতীত হয় না। আমরা উপরে যে কারণের উল্লেখ করিলাম, তাহাই ঈদৃশ অন্যায় আচরণের মূল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়।

সে যাহা হউক, পুরাকালে স্ত্রীগণ গৃহের বাহির হইলেই যে তাহাদিগের সকল প্রকার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাঁহাদিগের উপর আর্য্যগণের ঘৃণার ভাবই ইহার কারণ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে অন্ধকারের চরমদেশে আলোক যেমন অবশ্যই অবস্থান করে, তেমনি সে সময়েও স্ত্রীগণ অনেক বিষয়ে যে স্বাধীনতা লাভ করিতেন ইহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সে সকল স্বাধীনতা এমনি অকিঞ্চিৎকর, যে আমরা এ সময়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে উচ্চ বলিলেও বাস্তবিক তাহাতে উচ্চতার গৌরব অর্পণ করিতে পারি না।

পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে অবিস্থিতি করিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ আছে। অন্তঃপুরের এক নাম অবরোধ, ইহা সকলেই জানেন। স্ত্রীগণকে গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও অরক্ষিতা, যিনি আপনাকে রক্ষা

করেন তিনিই সুরক্ষিতা, একথা পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন সকলের জানা আছে। কিন্তু ইহা বলিয়া একালে যেমন অবরোধ (১) আছে, সে কালেও এতাদৃশ ভয়ঙ্কর না হউক, অবরোধ ছিল সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই, কি আধুনিক সময়ে কি পুরাকালে কোন দেশেই সাধারণ লোকের বৃত্তান্ত লিখিত হয় না, সুতরাং সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার প্রথা ছিল জানা সুকঠিন। আমরা যাহা কিছু জানি রাজা এবং নাগরিক ধনবান্ লোক সকলের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া। এখন যেমন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যাদিতে প্রকাশ্য পথে, উদ্যানে এবং দেবমঠে স্ত্রীগণের গতায়াত করিবার প্রথা আছে, তেমনি সে কালেও ঋষিগণের আশ্রম, আরাম প্রভৃতিতে যাতায়াত করার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কখন কখন কাহাকেও অগ্রসর করিয়া লইবার জন্যে অধিকাংশ সময়ে পৌর কন্যাগণ রাজপথে বাহির হইত, কিন্তু বয়স্থা যুবতী স্ত্রীগণ এখনকার স্ত্রীগণের ন্যায় গৃহের পথ সন্নিহিত গবাক্ষের নিকট আসিয়া কৌতূহল দর্শন বা জয়ধ্বনি করিতেন। বৃহৎ যজ্ঞাদিতে স্ত্রীগণের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়গণ স্ত্রীপুরুষে যেরূপ একত্র বিমিশ্র ভাবে উপবেশন ও ভোজন করেন, প্রাচীন কালে এদেশে তদ্রূপ রীতি ছিল প্রতীত হয় না।

---

(১) রাজাগণের অন্তঃপুর তৎকালে যেরূপ ভয়ানক রূপে সুরক্ষিত ছিল তাহাতে একালের ন্যায় উহা ছিল না কি প্রকারেই বা সাহস করিয়া বলা যায়? রামের কৌশল্যার অন্তঃপুরে গমন সময়ে অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে।

'সোহ পশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরম পূজিতং।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতাশ্চাপরান্ বহূন॥
'প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজাভিসৎকৃতান্॥
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধান্ তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণ তৎপরাঃ॥

তিনি গৃহ দ্বারে পরম পূজনীয় বৃদ্ধকে উপবিষ্ট এবং অন্যান্য অনেককে অবস্থিত দেখিলেন। প্রথম কক্ষা প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কক্ষাতে বেদসম্পন্ন

বৈদিক সময়ে যে স্বয়ম্বরের কথা উল্লেখ আছে, পৌরাণিক সময়ে ক্ষত্রিয়জাতি মধ্যে ইহার প্রাচুর্য্য দর্শন করা যায়। এখন যেমন পিতা মাতা স্বেচ্ছায় কন্যাগণকে পাত্রস্থ করেন, সে কালে উহা অত্যল্পই দৃষ্ট হইত। অনেক সময়ে স্বয়ম্বর সভা না হইলেও স্ত্রীগণ আপনার বর আপনারাই নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। একালে যেমন স্বার্থান্বেষী পিতা অষ্টম বর্ষীয়া অপোগণ্ড বালিকাকে গৌরী দানের ফল লাভের জন্য স্বেচ্ছায় পাত্রস্থ করেন, সে কালে তেমন কখন ছিল না। মনুতে 'ত্রিংশৎ-বর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়াকে, চতুর্বিংশতি বর্ষীয় পুরুষ অষ্ট বর্ষীয়াকে বিবাহ করার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা অভাবস্থলে ব্যবস্থা, সুতরাং সেকালে উহা সাধারণে অনুসৃত হইত অবগত হওয়া যায় না। সে কালে যৌবন লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীগণের বিবাহ হইত, ইহারই বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণ বহু পত্নী পরিগ্রহ করিতেন, কিন্তু ঋষিগণ প্রায়ই একপত্নীক ছিলেন। ভোগাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের এতাদৃশ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাহাদিগের বিবাহ এক প্রকার ছিল না, তাহারা বলপূর্ব্বক অনায়াসে কোন কন্যাকে আনয়ন করিলেও তাহা বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

এখনকার ইউরোপীয়গণ স্ত্রীগণের প্রতি যেমন সমাদর করিয়া থাকেন, সেকালে কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীগণের তাদৃশ সমাদর দেখা যায়। এ সমাদর বীর পুরুষোচিত, কারণ বীর হইলেই দুর্ব্বলকে সহয়তা করা স্বাভাবিক। রঘুবংশে আছে,

---

রাজাকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় কক্ষাতে বালবৃদ্ধা স্ত্রীগণ দ্বাররক্ষণ কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতা যখন বনবাসে যান, তখন এইরূপ বর্ণিত আছে:—

যাং ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি। তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥

আকাশ বিহারী প্রাণীরাও যাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইত না, সেই সীতাকে আজ রাজপথগামী লোকেরা দেখিতেছে।

'তামবারোহয়ৎ বালাং রথাদবততার চ।'

দিলীপ তাঁহার পত্নীকে রথ হইতে অবতারণ করিলেন, এবং স্বয়ং অবতরণ করিলেন। স্ত্রীগণের প্রতি ঈদৃশ বিবিধ সম্মাননা প্রদর্শনের অভাব ছিল না। এ সকল বিষয় আমাদিগের দেশে এখন মুসলমান গণের দৃষ্টান্তে অতিমাত্র হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। দোষ পাইলে স্ত্রীগণকে অসভ্যোচিত নিস্তাড়ন করা সেকালের প্রথা ছিল না বলা যায়। কারণ স্ত্রীগণ 'অপরাধ করিলে পুষ্পদ্বারাও তাহাদিগকে আঘাত করিবে না' শাস্ত্রে এরূপ বিধান লিপিবদ্ধ আছে। একালে পুরুষ গণ কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে যান, কিন্তু ব্যভিচার অপরাধভিন্ন স্ত্রীগণ কখনই পরিত্যাজ্য নহেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান। সে কালের কোন কোন স্থলে স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ধর্ম্মাভিমানিতাই প্রায়শঃ ত্যাগের কারণ লক্ষিত হয়। যখন স্ত্রীগণ মাল্য চন্দনাদির ন্যায় পরিশেষে ভোগ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা ধর্ম্মার্থ অবশ্য পরিত্যাজ্য কেন না হইবেন? রাম যখন সীতাকে পরিত্যাগ করেন, তখন 'ভোগ্য বস্তু বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ ছিলেন' বলিয়া কালিদাস তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরিশেষে আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে যেরূপ ঘৃণ্য হেয় জড়পদার্থ সমান করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দিতে অগস্ত কোম্‌ত যেমন স্ত্রীগণ স্বামির সম্পূর্ণ বশতাপন্ন হইয়া রহিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কার্য্যত আর্য্যগণের মধ্যে তাহাই ছিল। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ কখন কোন বিষয়ে স্বামিকে অতিক্রম করেন নাই। রন্ধন, পাত্রাদি উদ্বর্ত্তন, গৃহাদির পরিষ্কারতা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ গৃহকার্য্যদ্বারা স্বামীর সন্তুষ্টি লাভ তাহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি সে কালের রাজগৃহের স্ত্রীগণ ও স্বামীর মনোরঞ্জন জন্য এ সকল কার্য্যে পটুতা লাভ করিতেন। স্বামিশুশ্রূষা জন্য তাঁহারা না করিতেন এমন কার্য্য ছিল না, যাহাতে স্বামীর সন্তোষ বর্দ্ধন হয়, এমন কোন সাংসারিক কার্য্যকেই তাঁহারা নীচ মনেকরিতেন না

পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণ কখন রাজ্যশাসন করিয়াছেন, এরূপ

দৃষ্টান্ত বিরল। রঘুবংশ যখন নির্ব্বাণপ্রায় হয়, সে সময়ে অগ্নিবর্ণের রাজমহিষীকে অমাত্যগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট করেন। কিন্তু তিনি তৎকালে গর্ব্ভবতী ছিলেন, এবং তাঁহার সেই গর্ভকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ অভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয়। আধুনিক হিন্দু স্ত্রীগণের মধ্যে অনেকে রাজ্যশাসন কার্য্যে আশ্চর্য্য পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বয়ং যুদ্ধাদিতেও নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেকালে ইহার কোন উদাহরণ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিবস্ত্রী দুর্গার অসুরবধ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবস্ত্রীগণের সমরোদ্যম, এ সকল বৃত্তান্ত এত কল্পনাবিমিশ্র যে উহাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মধ্যে গণ্য করা যায় না। বস্তুতঃ এদেশে স্ত্রীগণের পক্ষে যুদ্ধাদি অস্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইত, এ জন্য আলঙ্কারিকেরা স্ত্রীগণে তাদৃশ বীরভাবাদি বর্ণনকে দোষাবহ বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীগণ যেমন কোমল-প্রকৃতি, পৌরাণিক সময়ে তাদৃশ কার্য্যে তাঁহারা সর্ব্বদা আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিতেন। বস্তুতঃ স্ত্রীগণের পুরুষপ্রকৃতি সে কালে অবশ্য নিন্দ-নীয় ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণের বৃত্তান্ত একরূপ সমাধা করিলাম। এখন দেখা উচিত, ইহাহইতে আমাদিগের বর্ত্তমান কালের ভগিনীগণ কি উপকার লাভ করিতে পারেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি আমাদিগের পূর্ব্বতন ভগিনীগণ যেমন কোমলপ্রকৃতি, বিশুদ্ধচরিত্র, কার্য্যদক্ষ এবং শিল্পাদি নিপুণ হইয়া গৃহের শ্রীরূপে গৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিতেন, স্বামীর হৃদয়-রঞ্জন-পরায়ণ ছিলেন, স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, এখনকার পত্নীগণের তাহা একান্ত অনুকরণীয়। আমাদিগের ভগিনীগণ অন্যান্য সদ্গুণ অন্যত্র হইতে শিক্ষা করুন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা যেন স্বদেশীয়া পূর্ব্বতন রমণীগণকে অনুকরণ করিতে বিস্মৃত না হন, এই আমাদিগের একান্ত কামনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বেদিয়া বালিকা।

প্রথম অধ্যায়।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টার (১) পর্ব্বোপলক্ষে পারিস নগরের এক ধর্ম্মমন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনুমান দ্বাদশ ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালিকা কোথা হইতে আসিয়াছে দৃষ্ট হইল। তাহার রূপ অতি সুন্দর, আবার মুখশ্রী এমনি শান্ত ও প্রফুল্ল, যে তাহাকে দেখিয়া না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না। কন্যাটীর বেশ দীন হীনের ন্যায়, শতছিন্ন বস্ত্রে তাহার শরীর আচ্ছাদন হওয়া ভার, তথাপি তাহার স্বাভাবিক এমনি লজ্জা ও শীলতা, যে সেই ছিন্নবস্ত্রে যত্ন পূর্ব্বক শরীরটী আবৃত করিয়া উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলেও বালিকা মন্দির পরিত্যাগ করিল না। ইতিমধ্যে তাহার ন্যায় মলিনবেশধারিণী কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্কা আর একটী বালিকা দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিল, বোধ হইল যেন পবিত্র স্থানে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বালিকাকে হঠাৎ দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট দৌড়িয়া গেল এবং ব্যগ্রতা সহকারে তাহার স্কন্ধ ধারণ করিয়া বলিল, "আলিস্! তুমি এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছিলে?"

প্রথমোক্ত বালিকা বিনীত স্বরে উত্তর করিল "সারা! একটু চুপ কর।" দ্বিতীয় বালিকা সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিতে লাগিল "তোমার তরে লোকজন নানাস্থানে খুজিয়া বেড়াইতেছে। বুড়ো মা এখনো পর্য্যন্ত তোমাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন। আজি ফিরে চল, তুমি যদি মার না খাও, কি বলেছি।"

আলিস বলিল "ভাই! যা কপালে আছে হইবে। যাহাতে সকল

(১) খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে, খৃষ্টকে কবর দেওয়া হইলে তিন দিন পরে তিনি সশরীরে গোর হইতে উঠিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ যে পর্ব্বাহ, তাহাকে ইষ্টার বলে।

প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা ধীরভাবে বহন করিতে পারি, তজ্জন্য ঈশ্বরের কৃপা ও বল প্রার্থনা করিতেছি।”

সারা গম্ভীরপ্রায় স্বরে বলিল “আলিস্! কিছু দিন হইল তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। আমাদের আর সকলের ন্যায় খেলা বা ভিক্ষা করিতে না গিয়া তুমি আনাচে কানাচে যেখানে পাও, সেই খানে কাঁদিতে ও উপাসনা করিতে বসো, আর আমার কাছে সাত সতর এক কাহণ কি কথা বল আমি তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারি না।”

আলিস বলিল্ “ভগিনি! আমরা বেদিয়া বালিকা কতদূর দুর্ভাগ্য যদি তুমি জানিতে!”

সারা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, আলিস্ তাহাকে থামাইবার জন্য হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

একটী প্রাচীন গোচের স্ত্রীলোক ধর্ম্মমন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল কোন ধনী পরিবারের প্রধান পরিচারিকা হইবেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “ভিখারিণী বালিকারা! ধর্ম্মমন্দিরে বই আর তোদের হাসিবার কি স্থান নাই?”

সারা ঋষির ন্যায় কোমল স্বর ধরিয়া বলিল “মা ঠাকুরন্! হাস্য করা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কার্য্য জানিতাম, তাহাহইলে কখনই হাসিতাম না।”

পরিচারিকা নাকে চসমা আঁটিতে আঁটিতে বলিলেন “তুই বেটী কপটী।”

আলিস্ মৃদুস্বরে বলিল “সারা! তুমি ভাই ভাল কাজ করিতেছ না, না না, এ ভাল নয়। তুমি যদি উপাসনার সময় থাকিতে, শুনিতে আচার্য্য উপদেশ দিতেছিলেন———”

সারা তাহাকে থামাইয়া বলিল, “সত্যি বলিতেছি, আলিস্! তুমি যদি এইরূপ করিয়া বেড়াও, কেউ আর তোমাকে বেদিয়া বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু জেনো, তোমার চেয়ে তোমার বিষয় আমি অধিক জানি। যাহউক, তোমার রকম সকম দেখে তোমাকে আর বেদিয়া কন্যা বলিয়া আমার বোধ হয় না।”

আলিস বলিল "ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার কথা সত্য হইলে কত আনন্দ হইত! কিন্তু অমন কথা কি দেখে বলিলে?"

"তোমার সকল আচরণ দেখেই। আমাদের আর আর সকলের ন্যায় তোমার পোসাকে বটে, কিন্তু তোমার গার জামাটী যদিও ছিন্ন ভিন্ন, তথাপি অপরিষ্কার নয়। আমাদের চেয়ে তোমার চুল ভাল করিয়া গোচান। আমার নিশ্চয় বোধ হয় তুমি দুই চারি দিন অন্তর চিরুণি দিয়া চুল আচড়াইয়া থাক।"

আলিস বলিল "সারা! আমি প্রতিদিন চুল আঁচড়াই।"

সারা উত্তর করিল "ভাল বলেচ, আমি যা মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী। তবে তুমি দিনের মধ্যে কবার যে মুখ হাত ধোও, বলিতে পারি না।"

আলিস্ মৃদুস্বরে বলিল "দুবার মাত্র।"

সারা। "এই বই নয়? আর কবার তোমার ইচ্ছা? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমাদের রাজমহিষী ইহার চেয়ে অধিকবার করেন না। না, না, যার চোক কান আছে সে তোমাকে কখনই বেদিয়া বালিকা বলিয়া চিনিতে পারিবে না।"

দুঃখিনী আলিস বিষণ্ন ভাবে বলিল "হা! জগদীশ্বর যদি তাই করিতেন!"

সারা বলিল "আর কথায় কাজ নেই, এখন যত শীঘ্র পারি আইস 'ভেলকীর মাঠে' ছুটিয়া যাই। বুড়ো মা যদি জানিতে পারেন এতক্ষণ আমি ধর্ম্মমন্দিরে ছিলাম, তিনি নিশ্চয় বলিবেন তুমি আমাকে নষ্ট করিতেছিলে। আলিস! সত্য বলিতেছি যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছ, সমস্ত দিন যখনি তোমার কাছে থাকি, রাত্রে যখন একত্রে তৃণ শয্যায় নিদ্রা যাই, দেখি তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ফাটাও, আর সেই অবধি আমিও কাজের বার হইয়া পড়িয়াছি। তোমার দয়াময় পরমেশ্বরের এত কথা আমার মাথায় সাঁধ করিয়া দিয়াছ, যে আমি এখন যে কাজ করিতে যাই ভয় পাই।"

"ও সারা! তাঁর বিষয় চিন্তা করে দুষ্কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু করিতে

আমার ভয় হয় না। আমি জানি তাঁর মত দয়াময় আর কেউ নাই। আমি যখন যে দুঃখ কি ভয় পাই, তাঁর কাছে বলি আর তিনি আমাকে অভয় দেন। আমি অনাথ অজ্ঞান বালিকা, আমি নিজে পড়িতে জানি না। কিন্তু যে দিন ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের দয়ার কথা আমার কর্ণে প্রথম শুনাইলেন, সেই দিন হইতেই আমার মন আমাকে বলিল 'তুমি পাপের পথে সুখী হইতে পারিবে না।' এ এক বৎসরের কথা বলিতেছি।"

সারা বলিল "তুমি একথা আমাকে ঢের বলিয়াছ। এস, এস, বড় বিলম্ব হইতেছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আজ আমরা মার খাবই খাব। দৌড়িয়া আইস।"

মন্দির হইতে বহির্গমন সময়ে তাহারা সেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোটীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তিনি বার বার জামার জেবে হাত দিয়া খুজিতে খুজিতে বলিলেন "আমার রুমাল কোথায় গেল? আমি দিব্য করে বলিতে পারি আর কেউ নয়, এই দুষ্ট ছুঁড়ীরা চুরি করেছে।"

আলিস্ দেখিতে পাইল একখানি চক্‌চকে রাঙ্গা রুমাল মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল "মা ঠাকরুন্। আপনার ভুল হইয়াছে, এই যে রুমাল এখানে ফেলিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে কুড়াইয়া দিল।

"আমার কি সৌভাগ্য, উহারা লয় নাই। বালিকা! তুমি বেশ মেয়ে।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

সারা অস্ফুট স্বরে বলিল "আলিস! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি যদি দেখিতে পাইলে ত আবার বুড়ীকে দিলে কেন?"

আলিস বলিল "ও যে উহার সামগ্রী, আমারত নয়, তাই দিলাম।"

গার্হস্থ্য দর্পণ।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

দম্পতির অমিলের যত কারণ কথিত হইয়াছে, সে সকল কারণে প্রেমের হানি সম্ভাবনা, কিন্তু ব্যভিচার দোষ সেই প্রেমের এবং সুতরাং সাংসারিক সুখের ভয়ানক শত্রু। এ দোষ ঘটিলে সকল প্রমাদই ঘটিতে পারে,

এবং চিরকালের জন্য একেবারে দয়া ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম সকলকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ইহা নারীজাতির পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, ধর্ম্মতঃ পুরুষের পক্ষেও তেমনি, কিন্তু সামান্যতঃ সেরূপ বিবেচনা করা যায় না ; তাহার কারণ এই মাত্র যে পুরুষের দোষের যে বিজাতীয় ফল তাহা সংসারের মধ্যে তত প্রবেশ করে না, কিন্তু নারীর দোষজনিত যে বিজাতীয় ফল তাহা সংসারকে এককালে কলঙ্কিত করে। সেই দোষ যতদূর ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ঐশী নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বরের সৃষ্টিনাশ করা, প্রজাবৃদ্ধি ও প্রজা পালন দ্বারা প্রজাপতির যে অভিপ্রায় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা, এবং অতি পবিত্র সত্য এবং ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য যে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হওয়া গিয়াছে তাহা ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের এবং সত্যের অবমাননা করা, এই সকল গুরুতর দুষ্কর্ম্মকে যুক্তিসিদ্ধ ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে না পারিলে কি নারীর কি পুরুষের ব্যভিচার দোষ কখন উপেক্ষা করা যায় না। তবে সামাজিক রীতি অনুসারে বা উল্লিখিত কারণ বশতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে এ দোষ অধিক কলঙ্কের কারণ বলিয়া বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া পুরুষদিগের পক্ষে উক্ত দোষের কিছুমাত্র শৈথিল্য হইতেছে, এমত কেহ মনে করিবেন না।

"বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ৈশ্বর্য্যং নদর্শয়েৎ॥"

পণ্ডিত লোক পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জন স্থানে শয়ন ও বাস পরিত্যাগ করিবে, পরস্ত্রীর সম্মুখে অযুক্ত বাক্য কহিবে না এবং আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইবে না।

"মাতৃবৎ পরদারেষু * * যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ।"
পরদারাকে যে মাতার ন্যায় দেখে সেই পণ্ডিত।

ব্যভিচার দোষ ঘটিলে স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই পুত্র কন্যার প্রতি যত্ন থাকে না, তাহার প্রমাণ বিমাতার গৃহে সন্তানদিগের প্রতি পিতার স্নেহের কত দূর খর্ব্বতা হয় তাহা বিবেচনা করিলে এবং কোন কোন স্থলে মা হইয়া আপন সন্তানকে হত্যা করিয়া ব্যভিচার রূপ রাক্ষসীর প্রীতির জন্য বলিদান দেয় তাহাও অনুমান করিলে যথেষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।

যাহাহউক এসব কথা মনে করিলে পাপ হয়, তবে শিক্ষার জন্য যাহা বলা গেল তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে "চরিত্রাবরণঃ স্ত্রিয়ঃ" স্ত্রীলোকদিগের আবরণ অর্থাৎ আবরু তাহাদিগের চরিত্র। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্মভয় ও লজ্জা এতদূর থাকা আবশ্যক, যাহাতে পাপ দৃষ্টিতে এবং পাপ কথা শ্রবণেও বিরাগ জন্মে, কিন্তু বিশেষতঃ যথার্থ পতিব্রতা রমণীর চরিত্রপ্রভা এমন তেজবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক যে তদ্দ্বারা পুরুষের পাপদৃষ্টি তাহার উপরে না স্থির হইতে পারে, অথবা সেই প্রভা এমন দৃষ্টিকে বিদ্ধ বা দগ্ধ করিয়া সে পাপকেও নষ্ট করে।

এক্ষণে দম্পিতর প্রেমের স্বভাব কি তাহা দেখা যাইতেছে। প্রেমের স্বভাব এই যে পরস্পরকে সুখী করিতে চেষ্টা না করিলে আপনার সুখ হয় না। স্ত্রীর পক্ষে যেমন কিসে স্বামীকে সুখী করিব, স্বামীরও তেমনি কিসে স্ত্রীকে সুখী করিব সর্ব্বতোভাবে এই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উভয়েরই পরস্পরের প্রতি এমন ইচ্ছা, এমন যত্ন ও এমন চেষ্টা না থাকিলে প্রেম হয় না এবং সুতরাং সুখও হয় না। কেননা প্রেমের ফল সুখ। কিন্তু সেই জন্য স্বামী কি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করিবে? না স্ত্রী কেবল পতির নিকটে বসিয়া থাকিবে? প্রেমের এমন নিয়ম নহে। গৃহিণীকে সংসারের মধ্যে যত প্রকার কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করাই পতিসেবার অঙ্গ। যেমন রাজ-প্রতিনিধি যদি রাজ্যের কার্য্য অর্থাৎ প্রজাপ [illegible] করেন তাহা হইলেই রাজার কার্য্য করা হয়, অথবা যেমন জীবে [illegible] উপকার করিলেই জগদীশ্বরের উপাসনার এক অঙ্গ পালন করা হয়, তেমন গৃহিণী সংসারের অন্য কর্ম্ম করিলে পতিসেবার কিয়দংশ সিদ্ধ হয়। প্রজাপীড়ন করিয়া যেমন রাজসেবা, অথবা জীবের অহিত করিয়া যেমন ঈশ্বরোপাসনা, তেমনি সংসারের কার্য্যে অবহেলা করিয়া পতিসেবা। পতিসেবার বিষয়ে কার্য্য এইমাত্র যে নিয়মিত [illegible]জন শয়নাদি প্রদান দ্বারা পতির শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করা এবং নির্ম্মল প্রীতিভাব ও প্রেমালাপদ্বারা তাঁহার মনকে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত করা। যদিও অবস্থা ভাল

হইলে আহারাদি প্রদান করা ভৃত্যদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, তথাপি স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে তিনি স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তে এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন ও সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করেন। দাস দাসী থাকিলেও পতির আহার পান শয়ন ইত্যাদি কার্য্যে সতী স্ত্রী স্বয়ং সেবা না করিলে সন্তুষ্টা হন না এবং পতিও স্ত্রীর সেবা দ্বারা যত দূর পরিতৃপ্ত হন, দাস দাসী দ্বারা তাহার শতগুণ সেবাতেও তেমন পরিতৃপ্ত হন না।

স্বামীকেও দেশের সম্বন্ধে বা লোকসমাজ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ মনোযোগ পূর্ব্বক সাধন করা কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মের প্রতি কোন ব্যাঘাত না ঘটে, এমন নিয়মে সাংসারিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। এই জন্যই সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা গৃহিণীরই কর্ত্তব্য। নিয়ম এই যে পতির প্রধান কর্ম্ম সংসারের বাহিরে, রাজকর্ম্ম বা সামাজিক কর্ম্ম সম্বন্ধে, তাহার অভিপ্রায় অর্থোপার্জ্জন ও সামাজিক হিতসাধন। স্ত্রীর প্রধান কর্ম্ম সংসারের মধ্যে, পতিপুত্র কন্যাদি সম্বন্ধে, তাহার অভিপ্রায় তাহাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সুখ বিধান। তবে স্ত্রীর অক্ষমতাতে পতিকেও যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এবং স্বামী অক্ষম হইলে স্ত্রীকেও উপায় বিশেষ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হওয়াতে ঈশ্বর সম্বন্ধে বা সমাজ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্ত্তব্য, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে বা স্বীয় পিতামাতা সম্বন্ধে স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য তাহার অন্যথা হয় না। তবে কি স্ত্রী স্বীয় পিতৃমাতৃভক্তির ছলে যথেষ্ট কারণ অসত্ত্বে পতিকে অবহেলা করিয়া সাংসারিক কর্ম্মের তত্ত্বাবধান না করিয়া পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিবেন? না, দেব দর্শনের ছলে তীর্থে গমন বা দেবালয়ে অবস্থিতি করিবেন? স্ত্রীর পিতামাতা স্বামীরও গুরুলোক, অতএব উভয়েই তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন এবং আপনার পিতামাতার প্রতি যেমন সেবা শুশ্রূষার কথা লেখা হইয়াছে আবশ্যক হইলে স্বামী স্ত্রীর পিতা মাতাকেও সেই নিয়মেই সেবাশুশ্রূষা করিবেন। অধিকন্তু স্ত্রীর নাম যখন সহধর্ম্মিণী, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য যখন সংসারাশ্রম, তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই একত্র ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি

কর্ত্তব্য। মতের বিরোধ হইলে স্ব স্ব কার্য্য পৃথক হইয়া করিবে, কিন্তু যাহাতে মতভেদের নিরাকরণ হয়, এমন চেষ্টা ও যত্ন উভয়েরই কর্ত্তব্য।

পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্যাচরণ শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা কথিত আছে যথা

"ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥"

সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যাকে কদাচ তাড়না করিবে না, সর্ব্বদা মাতার ন্যায় পালন করিবে এবং ঘোর কষ্টেও পরিত্যাগ করিবে না।

"ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥"

ধন দ্বারা, বসন দ্বারা, প্রেম ভাব দ্বারা, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক মিষ্ট কথা দ্বারা সর্ব্বদা দারাকে পরিতুষ্ট রাখিবে, কদাচ তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না।

"যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বং ধর্ম্মং কৃতং তেন ভবতি প্রিয় এব স:॥

হে মহেশানি! যে ব্যক্তির প্রতি প্রতিব্রতা স্ত্রী পরিতুষ্টা থাকে, সেই ব্যক্তির সকল ধর্ম্ম যাজন করা সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি তোমারও অতি প্রিয় হয়।

পতিসেবাই গৃহিণীর সাংসারিক প্রধান কর্ম্ম। পতির সম্বন্ধেই গৃহিণী সংসারের অধীশ্বরী হয়েন। পতির ঐশ্বর্য্যেই গৃহিণীর ঐশ্বর্য্য, পতির সম্পদেই তাহার সম্পদ, পতির সুখেই তাহার সুখ। পতি ধনহীনই বা গুণহীনই হউন, যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী থাকেন এমন চেষ্টা যে গৃহিণীর নাই, তিনি গৃহিণী নামের অধিকারী নহেন। গৃহিণীর গুণেই কুরীতিবশতাপন্ন পতি সুরীতিমার্গানুযায়ী হইয়া থাকেন, এবং তাহার দোষেই সচ্চরিত্র পতিও দুশ্চরিত্র হয়েন। যদি পতি পরিবারের ভরণপোষণার্থ যথাসাধ্য পরিশ্রম করণান্তর গৃহে আসিয়া গৃহিণীর মিষ্টালাপ দূরে থাকুক, তাহার গঞ্জনা ও "দেহি দেহি" পুনঃ পুনঃ এইমাত্র বচন শুনিতে পান, অথবা শ্রান্তিদূর করা দূরে রাখিয়া সংসারের মধ্যে কাছারি খুলিয়া তাঁহাকে সন্তানাদির বা দাস দাসীর নালিস শুনিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন পুরুষ নাই যে এরূপ সংসার হইতে বাহিরে গিয়া

নিশ্চিন্ত না হয়েন এবং সামাজিক অবস্থানুসারে কুচক্রে পতিত না হয়েন। বিষয় কর্ম্মানুরোধে স্বামীর মন যে দিকে রত থাকে, সে দিক হইতে ইহার আরামের নিমিত্ত যতদূর বিরত করা আবশ্যক, পতিপরায়ণ রমণী স্ফূর্ত্তিজনক প্রিয়ালাপ দ্বারা তাহা সাধন করিবেন, এবং তজ্জন্য স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া নিজের মনও সেই ভাবাপন্ন করিবেন। এই কার্য্যটি স্বামিসেবার সারাংশ।

স্বর্গীয় পক্ষী।

En. by T. N. Deb.

"সকল জন্তুর মধ্যে পক্ষি জাতি দেখিতে অতি সুন্দর," কিন্তু পক্ষিজাতির মধ্যে আবার সুন্দর কে? আমরা উপরে যে পক্ষিটীর সামান্য প্রতিরূপ অঙ্কিত করিলাম, এই সেই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য জীব। আমাদের ছবিতে ইহার বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্ এবং জমকাল পালক রাশির স্থানে কতকগুলি কালীর আঁচড় মাত্র পড়িল, ইহাতে ইহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশিত হইল না। বস্তুতঃ ইহার রূপ দেখিলে এমন মোহিত হইতে হয় যে ইহাকে পৃথিবীর না বলিয়া স্বর্গের পদার্থ

বলা অধিক সঙ্গত, এই জন্য 'স্বর্গীয় পক্ষী' এই নামটী ইহাকে প্রদান করা গেল।

স্বর্গীয় পক্ষী ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী নব গিনি, আরু, টাইডর প্রভৃতি দ্বীপে বাস করে; জাপান, চিন ও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানেও ইহাদের কোন কোন জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পক্ষী নানা জাতিতে বিভক্ত, তন্মধ্যে তিনটী প্রধান। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পক্ষীর রঙ্ ঘোরাল ডালচিনির রঙের মত, মাথার উপর ও ঘাড় গাঢ় পীত, বুকের নীচের ও গলার পালক বিশুদ্ধ নীলকান্তমণির প্রভাবিশিষ্ট। পুরুষ পক্ষীর বুকের দুই দিক্ হইতে এক হাত দেড় হাত দীর্ঘ এক একটী পালক লম্বমান হইয়া থাকে, ইহার মূল উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ এবং নিম্নদেশ ফাঁকাশে। লেজের দুই ধার হইতে আবার দুইটী দীর্ঘ পালক ক্রমে সরু হইয়া প্রসারিত আছে, ইহা উজ্জ্বল পাটল বর্ণ। মধ্যমাকৃতি পক্ষী ইহা অপেক্ষা অধিক জমকাল; ইহার ঘাড়ের এক এক পার্শ্ব হইতে এক এক যোড়া দীর্ঘ পালক উৎপন্ন হয়' ইহাতে অধিক পরিমাণে পাটল ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। রাজকীয় স্বর্গীয় পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, চটকের ন্যায় তাহার শরীরের আকার হইবে। ইহার গার উপরিভাগ উজ্জ্বল পাটল বর্ণ, নিম্ন ভাগ জ্বল জ্বলে সাদা। বুকের চারিদিক্ উজ্জ্বল হরিৎ বর্ণের গোলাকার রেখায় বেষ্টিত। পার্শ্ব হইতে দুইটী দীর্ঘাকৃতি পালক বহির্গত হয়, কিন্তু তাহার মূলদেশ উজ্জ্বল নীলবর্ণের ছয় সাতটী পালকে বেষ্টিত। লেজের পালক অসংখ্য, আবার তাহা হইতে দুটী অতি দীর্ঘাকৃতি পালক লম্বমান হইয়া থাকে, তাহার অগ্রভাগ স্ক্রুপের পাকের ন্যায় ঘোরাণ। এই জাতীয় পক্ষী অধিক উজ্জ্বল পালক ও বর্ণে ভূষিত এবং বিরল বলিয়া অধিক মূল্যবান্।

মোরগ ময়ুর প্রভৃতির যেমন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতি অধিক সুন্দর, স্বর্গীয় পক্ষীদিগেরও মধ্যে সেইরূপ দেখা যায়। বস্তুতঃ পুরুষ স্বর্গীয় পক্ষীদিগেরই বর্ণ অধিক বিচিত্র ও উজ্জ্বল, পুচ্ছ সকল অধিক জমকাল এবং লেজ ও পার্শ্ব দেশ অতি দীর্ঘ যোড় পালক বিশিষ্ট। পক্ষিনীগণ তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীপক্ষী

দিগের সংখ্যা অধিক, এইজন্য পুরুষদিগের অহঙ্কার ও আদর বেশী এবং এক একটী পুরুষের দশ বারোটী করিয়া সহচরী থাকে। মানুষের ভাষায় বলিতে গেলে মোরগের ন্যায় এই পক্ষীদিগের অধিকাংশ জাতি বহু বিবাহ দোষে কলঙ্কিত।

স্বর্গীয় পক্ষীদিগের পালের কর্ত্তা এক একটী থাকে। উড়িবার সময় ৩০। ৪০ টী দলবদ্ধ হইয়া উড়ে এবং দীর্ঘ লাঙ্গুল গুলি পশ্চাৎ দিকে সমান ভাবে সজ্জিত রাখিয়া উড়িতে থাকে, ইহা দেখিতে যার পর নাই আশ্চর্য্য ও মনোহর। পাছে পালক খারাব হয় এজন্য ইহারা বড় সাবধান, যে দিকে বাতাস বয় তাহার বিপরীত দিকে গমন করে। উড়িবার সময় একত্র শব্দ করিতে করিতে যায় এবং তাহা অনেকটা দাঁড় কাকের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক মধুর ও বিচিত্র স্বর সংযুক্ত। মনোযোগ করিয়া শুনিলে ইহাদের শব্দে হারমোনিয়মের সপ্ত স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম চারি স্বর তীব্র ও ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠে এবং শেষের তিন স্বর কোমল হইয়া ক্রমশঃ বায়ুর সহিত মিশাইয়া যায়। যাহাহউক হীরক ও কয়লা যেমন দৃশ্যতঃ এত বিভিন্ন হইলেও এক জাতীয়, স্বর্গীয় পক্ষীও জগতের কুৎসিত কাকে অনেক প্রভেদ থাকিলেও পণ্ডিত গণ তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য বাহির করিয়া এক জাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। ফলতঃ স্বর্গীয় পক্ষীর জমকাল পালক গুলি এবং বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ ছাড়িয়া দিলে ইহার আকৃতি অনেক পরিমাণে কাকের ন্যায় হইয়া পড়ে।

লেসন্ নামে এক সাহেব পাপুয়া বা নব গিনি দ্বীপে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি স্বচক্ষে এই পক্ষী দর্শন করিয়া তাহার যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "মরকত মনিপ্রভ স্বর্গীয় পক্ষী নিবিড় অরণ্যে ঝাঁক বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ভ্রমণকারী পক্ষী, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বাণিজ্য বায়ুর গতি অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। মেদী পক্ষীরা দল বাঁধিয়া বনের সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষের শিরদেশে উপবিষ্ট হয় এবং সকলে একত্র হইয়া পুরুষদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। পুরুষ পক্ষীরা একাকী নির্জ্জনে বাস করে এবং তাহাদের এক একটীর সঙ্গে ১৫টী করিয়া পক্ষিণী থাকিতে দেখা যায়।"

লেসন বলেন "আমি শিকারার্থ নব গিনির সুদৃশ্য নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ ছয় শত হাত দূরে প্রবেশ করিলে একটী স্বর্গীয় পক্ষীর প্রতি দৃষ্টি পাত হইল। ইহা অতি সুন্দর ভাবে এবং ঢেউ খেলানে গতিতে আকাশ পথে উড়িতেছিল, ইহার পার্শ্বের পালক সকল অতি মনোহর ও জ্যোতির্ম্ময়, বোধ হইল যেন গগন মণ্ডল হইতে আলোক শিখার ন্যায় নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত হইলাম এবং সেই সৌন্দর্য্যশালী পক্ষীকে যেন চক্ষু দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিলাম। ফলতঃ আমি এমনি মোহিত হইয়া গিয়াছিলাম যে আমি গুলি করিতে ভুলিয়া গেলাম এবং আমার হাতে যে বন্দুক ছিল তাহাও তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

পাপুয়া বাসীরা স্বর্গীয় পক্ষীকে 'সারা' এবং মলক্কাবাসীরা 'মানুক দিয়াটা' অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষী বলিয়া থাকে। পাপুয়া বাসীরা এই পাখীর মৃত দেহ মালোয়ানদিগকে বিক্রয় করে, তাহারা তাহা বিক্রয়ার্থ ইউরোপে প্রেরণ করিয়া থাকে। সে দেশীয় রাজারা এই পক্ষীর পালক পাগড়ীর ভূষণ করেন এবং ইহা অঙ্গে থাকিলে যুদ্ধে অজেয় হওয়া যায় মনে করেন। শিকারীরা রাত্রে গাছে উঠিয়া কাঁপা পাতিয়া অথবা তীর ছুড়িয়া পক্ষীদিগকে ধৃত করে। তাল পাতার শিরায় তীর তৈয়ার হয়। মাপিয়া এবং এম্‌বার বাকিনী গ্রামের লোকেরা উৎকৃষ্ট শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বর্গীয় পক্ষীর পা দেখিতে সুন্দর নয় বলিয়া শিকারীরা নানা কৌশলে তাহা ছাড়াইয়া লয়, সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মটী ঠিক্ রাখে, তন্মধ্যে কাটি পূরিয়া দেয় এবং ধোঁয়াতে শুষ্ক করে। এইরূপ পদহীন মৃতপক্ষী দেখিয়া ইউরোপের লোকেরা বহুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, স্বর্গীয় পক্ষীদিগের মূলেই পা নাই, ইহারা কেবল আকাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইয়া থাকে।

জীবিত অবস্থায় মরকত জাতীয় স্বর্গীয় পক্ষী আকারে একটী ছাতারে পাখীর তুল্য। ইহার ঠোঁট ও পার নিম্নদেশ ঈষৎ নীল, চক্ষুর চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল পীতবর্ণ, গতি সতেজ ও ক্ষিপ্র, ইহা অত্যুচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ ভিন্ন অন্যত্র বসে না। কেবল ছোট বৃক্ষের ফল খাইবার প্রয়োজন হইলে অথবা সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইলে নীচে নামে। ইহা কতক গুলি বিশেষ

বৃক্ষে বাস করিতে ভাল বাসে এবং যেখানে থাকে বনস্থলী কাকলীতে প্রতিধ্বনিতে করে। ইহার ডাকই ইহার মৃত্যুর কারণ, যেহেতু শিকারীরা তদ্দ্বারা ইহার সন্ধান পায়। পুরুষ পক্ষীরা অধিক সতর্ক, নিস্তব্ধ বনে সর্ সর্ শব্দ শুনিলে নীরব হইয়া থাকে। ইহার ডাক বৈক্ বৈক্ বৈকো। মেদীদেরও এই ডাক, কিন্তু স্বর কোমল।

ইহারা সূর্য্যাস্ত সময়ে আহার অন্বেষণ করে। মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে বহির্গত হয় না, বনের নিবিড় পল্লবে আবৃত হইয়া থাকে। পক্ষিশিকার করিতে হইলে রাত্রি সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ হইতে নামিয়া সেগুণ বা ডুম্বুর বৃক্ষের তলে আসিতে হয়। মদ্দা পক্ষীরা এই সময় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ফলাহার করিতে আইসে, সুতরাং নিশ্চয়ই ধৃত হইবার সম্ভাবনা।"

মেকেও দ্বীপে একটী স্বর্গীয় পক্ষী ৯ বৎসর পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল, তথাপি বৃদ্ধ হয় নাই। এই পক্ষীটী অতি চঞ্চল ও খেলাপ্রিয় ছিল। দর্শক নিকটে আসিলে নাচিয়া বেড়াইত, অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিত এবং কখন কখন ঘাড় বেঁকাইয়া নির্লজ্জের মত চাহনিতে চাহিয়া থাকিত। দর্শককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রথম দেখা মাত্র সপ্তস্বরে একটী গান করিত। ইহার ডাক দাঁড় কাকের ন্যায়, কিন্তু বিচিত্র। মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ইহার শরীরের পালক উঠিয়া যাইত। প্রতিদিন দুইবার গাত্র ধৌত করিত এবং সুন্দর পালক গুলি খেলাইয়া মুড়ি দিয়া বসিত। ইহার আহার ভাত, ডিম সিদ্ধ, কদলী এবং পতঙ্গ ছিল। পোকা জীবিত হইলে খাইত, মৃত হইলে স্পর্শও করিত না। একটী জীবন্ত পোকা পা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে ঠোঁট দিয়া শিকার করিবার কৌশল করিত এবং খাইবার সময় এক কালে গিলিয়া ফেলিত। সে কিন্তু পেটুক নয়, ভাত দিলে এক একটী করিয়া অবসর মতে খাইত, হাজার খাদ্য পড়িয়া থাকিলেও নীচে নামিত না।

পরমেশ্বর স্বর্গীয় পক্ষীকে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছেন, ইহারা তাহা জানে এবং এই কারণে শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ইহাদিগের বড় যত্ন। ইহাদের গায় একটু ময়লা থাকিবার যো নাই। জল

পাইলে গাত্র বেশ করিয়া ধৌত করে, বার বার পালক খেলাইয়া চারিদিক্ চাহিয়া পরীক্ষা করে কোথায়ও কিছুমাত্র ময়লা আছে কি না? আমাদের রমণীগণই কেবল বেশ বিন্যাসের জন্য বহুসময় ক্ষয় করেন না, এবিষয়ে এই পক্ষীরাও তাঁহাদের সমযুটী হইতে পারে। প্রাতঃ কালে সকল কাজ ফেলিয়া ইহারা সাজগোজ করিতে বসে, এবং সেই সময় ইহাদের ভাবভঙ্গী ও পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিবার প্রকৃত সময়। তখন ইহারা ভিতরের পালক গুলি উল্‌টাইয়া ফেলে, একটী দাগ দেখিলে ঠোঁট দিয়া তখনি তাহা পরিষ্কার করে। ছোট পাখাগুলি যতদূর সাধ্য বিস্তারিত করে এবং সরল ভাবে রাখিয়া উড়িবার মত ঝপাট ঝপাট শব্দ করিতে থাকে। আবার লম্বা যোড় পালক পিঠের উপর সোজা করিয়া বাতাসে ঝুলাইয়া দেয়। চিনের এক চিত্রকর এই পাখীর একখানি ছবি করিয়াছিল। জীবন্ত পক্ষী তাহাকে ঠিক্ আপনার সঙ্গী মনে করিয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক তাহার সহিত খেলা করিবার চেষ্টা করিল। সম্মুখে একখানি আয়না ধরিলেও সেইরূপ করিতে লাগিল।

গোলাপ ফুল।

গোলাপ কুসুম কিবা দেখিতে সুন্দর,
বসন্ত উদয়ে করে কানন শোভন,
ক্ষণেক সে শোভে কিন্তু বৃন্তের উপর,
ক্ষণেকে শুকায়ে পত্র হয় সে পতন।

কিন্তু দেখ গোলাপের সুগুণ কেমন,
শুকায়েছে পত্র তার স্বরূপ গিয়াছে,
আর কি কাননে আছে কুসুম তেমন?
তবু তার মনোহর সৌরভ রয়েছে।

গোলাপের উপদেশ ধরলো সুন্দরি!
জীবন উদ্যানে তব কুসুম যৌবন,

কত দিন রবে ধনি সে গৌরব ধরি,
বয়স করিবে ক্রমে স্বরূপ হরণ।

যৌবন রূপের তরে গর্ব্ব কি কারণ?
ছুদিনে যাইবে রূপ যাইবে গরব,
ধরম করমে কর জীবন যাপন,
গোলাপের মত রবে যশের সৌরভ।

জ্যোতিষ।

সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতির বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্যোতিষ বলে। এই শব্দটি 'জ্যোতিঃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। জ্যোতিঃ শব্দে 'প্রকাশ' এবং তন্ময় সূর্য্যাদিকে বুঝায়। সুতরাং যে শাস্ত্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের বিষয় লইয়া লিখিত হয়, তাহাকেই জ্যোতিষ বলে। আমাদিগের দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের হোরা গণিত প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ; তন্মধ্যে ভাগ্যাভাগ্য গণনা সম্পর্কীয়ও ছুইটি অঙ্গ আছে। আমরা যাহা লিখিতেছি, ভাগ্যাভাগ্য গণনার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যোতিষের যে অংশ অভ্রান্ত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত তাহাই আমাদিগের এ প্রস্তাবের বিষয়।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ দর্শন করা যায়। আমরা যে সূর্য্যের কিরণ ও উত্তাপে সমুদায় দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহাদিগের এক একটি তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ। এক একটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য্য এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহগণকে লইয়া একটি একটি সৌর জগৎ বলা যায়। আমাদিগের অধিষ্ঠান ভূত পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ নিত্য পরিদৃশ্যমান এই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, অগণ্য অসংখ্য সৌর জগতের মধ্যে উহারা একটি মাত্র। মনুষ্য জ্ঞানবলে এই ক্ষুদ্রতর জগতে বাস করিয়াও আকাশের বহু দূর ভেদ করিয়াছে, কিন্তু অসীম আকাশে যে অসীম জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার

সহিত তুলনা করিলে, এ জ্ঞান অতি তুচ্ছ জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা আমাদিগের পাঠিকা গণকে সঙ্গে লইয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ একাল পর্য্যন্ত আকাশের যত দূর পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ততদূর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব, কিন্তু প্রধানতঃ আমরা তাঁহাদিগকে এই ক্ষুদ্রতম সৌর জগতেই বদ্ধ রাখিব।

সূর্য্য।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূত এই পৃথিবী যেমন মণ্ডলাকার, সূর্য্যও তেমনি মণ্ডলাকার। কিন্তু এই দুইকে তুলনা করিলে সূর্য্যকে একটি বাতাবী লেবু এবং পৃথিবীকে শূন্য মাত্র বলা যায়। আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের ব্যাস এক শত একাদশ গুণ বৃহৎ এবং সূর্য্য মণ্ডল পৃথিবী মণ্ডলাপেক্ষা পোনের লক্ষ গুণ বৃহৎ। আমাদিগের সৌর জগতে কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ এবং ধূমকেতু আছে. ইহার সকল গুলিকে একত্র করিলেও সূর্য্যের সমান হইবে না,তজ্জন্য ঈদৃশ আর পাঁচ শত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতুর প্রয়োজন।

আমাদিগের এই পৃথিবীর উর্দ্ধে যেমন মেঘ দৃষ্ট হয়, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকও এমনি মেঘে পরিবেষ্টিত আছে। এই মেঘ আবার কিরণ মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত। সুতরাং আমরা সূর্য্যকে একটি তাল ফলের সহিত তুলনা করিতে পারি। তাল ফলের মধ্যের শাঁস সূর্য্য, সেই শাঁস পরিবেষ্টিত কঠিনাংশ মেঘ এবং সেই কঠিনাংশ পরিবেষ্টিত খোসাকে আমরা কিরণ মণ্ডলী বলিতে পারি। দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এই কিরণমণ্ডলী এবং মেঘ মণ্ডলী কখন ছিন্ন হইয়া গেলে তাহার মধ্য দিয়া প্রকৃত সূর্য্য, তৎপরিবেষ্টিত মেঘ এবং মেঘ-কিরণ মণ্ডলী দৃষ্ট হয়।

পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চারি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কিন্তু এই দূরত্বের ন্যূনাতিরেক আছে। কারণ সূর্য্য শীতকালে নিকট-বর্ত্তী এবং গ্রীষ্মকালে দূরবর্ত্তী হয়। এই নিকটবর্ত্তিতা এবং দূরবর্ত্তিতার প্রভেদ দশ লক্ষ ক্রোশ মাত্র। সুতরাং অত বড় দূরত্বের সহিত তুলনায়

ইহা কিছুই নাই। সূর্য্য আমাদিগের পৃথিবী হইতে যত দূরে অবস্থিত, যদি এক খানি বাষ্পীয় শকট এক ঘণ্টায় পোনের ক্রোশ করিয়া যায়, তাহা হইলে এক বর্ষের মধ্যে যত দিন আছে, তত বর্ষ অর্থাৎ তিন শত পয়ষট্টি বর্ষ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলে পহুছিতে লাগিবে।

কোটি লক্ষ সহস্র এ সকল বলিতে সহজ, ইহাতে সংখ্যায় মহত্ত্ব অবিলম্বেই আমাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। একারণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্যে অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকেরই জানা আছে, তোপের মুখ হইতে যে গোলা বেগে বাহিত হয় উহা এক মিনিটের মধ্যে ৪ ক্রোশ চলিয়া যায়। মনে কর যদি একটি গোলা পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলকে তাগিয়া ছোড়া যায়, এবং তাহার গতিরোধ করিবার কোন কারণ উপস্থিত না হওয়ায় সমান বেগে চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে সূর্য্যমণ্ডলে পঁহুছিতে এক কোটি আঠার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মিনিট অথবা ২২ বৎসরের অধিক কাল লাগিবে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত বড় নির্ণীত হইল, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের বেষ্টন সম্ভব, কি সূর্য্যেরই চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর বেষ্টন করা সম্ভব। আমরা প্রতি দিন দেখিতে পাই, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া চলিতে চলিতে পশ্চিম দিকে গিয়া অস্ত হইতেছে। ইহাতে ভ্রম জন্মিতে পারে, হয়তো সূর্য্যই চলিতেছে, তাহা না হইলে আমাদিগের চক্ষু সূর্য্যকে চলিতে দেখিবে কেন? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইটি আমাদিগের ভ্রান্তি। আমরা যখন নৌকাতে, গাড়ীতে বা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাই, তখন দেখিতে পাই আমরা যে দিকে বেগে চলিয়া যাইতেছি, গৃহ বৃক্ষাদি বেগে তাহার বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে। এরূপ দেখিবার কারণ এই যে আমাদিগের স্থিতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের স্থিতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং দেখা যায়, যেন তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবী ও সূর্য্য সম্বন্ধেও তাহাই। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিগে চলিয়া যাইতেছে সুতরাং সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় যেন উহা তদ্বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হয়।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে কেহ এমন না বুঝেন যে সূর্য্যের কোন গতি নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদেরাই সূর্য্যের ত্রিবিধ গতি নির্ণয় করিয়াছেন। একটি নিজের অক্ষোপরি, আর একটি স্থির নক্ষত্র রাজি মধ্যে, আর একটি ক্রমান্বয়ে। আকাশ মণ্ডলের মধ্য দিয়া এই বিবিধ গতিকে একখানি গাড়ীর চাকার গতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গাড়ীর চাকা প্রথমতঃ নিজ অক্ষোপরি ঘুরিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া আইসে এবং এইরূপে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে; সূর্য্যের গতিও তাদৃশ। সূর্য্যের নিজ অক্ষোপরি ঘুরিতে ২৫ দিন লাগে। স্থির নক্ষত্র রাজির মধ্যে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, ইহা এইরূপে জানা যায় যে সূর্য্যকেও যেরূপ উদয়াস্ত হইতে দেখা যায়, উহাদিগকেও তেমনি উদয়াস্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি স্থির নক্ষত্র বার মাসের মধ্যে স্ব স্থানে ফিরিয়া আইসে। অদ্য যদি একটি স্থির নক্ষত্রকে সূর্য্যাস্ত সময়ে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়, তিন মাস পরে উহাকে আকাশের উচ্চতম প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তৎপরে উহা প্রতি রাত্র সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে পড়িলে সূর্য্যোদয়ের পশ্চিমে দৃষ্ট হইবে। এইরূপে সূর্য্য হইতে ক্রমে দূরে গিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে পূর্ব্বদিকে প্রত্যাগমন করিবে। সুতরাং সূর্য্যের গতির জন্য স্থির নক্ষত্রেরও যে এরূপ গতি দৃষ্ট হয়, অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়।

আকাশের মধ্য দিয়া সূর্য্যের ক্রমান্বয় গতি সার উইলিয়ম হারসেল প্রথমতঃ আবিষ্কার করেন। আমাদিগের সূর্য্য পৃথিব্যাদি গ্রহ এবং তাহাদিগের স্ব স্ব উপগ্রহ লইয়া আকাশ পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করেন। তিনি দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, যে সকল নক্ষত্র সূর্য্যের পশ্চাদ্ভাগে ছিল, তাহারা ক্রমে ঘেঁসাঘেঁসি হইতে আরম্ভ করিল; আর যে সকল উহার অগ্রভাগে ছিল, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমরা যখন বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া যাই, তখন এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাই। আমরা কতক দূর গিয়া ফিরিয়া দেখি যে সকল বৃক্ষ অনেক দূরে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি উহারা ঘেসাঘেসি হইয়াছে; আর

সম্মুখবর্ত্তী যে সকল গুলিকে পূর্ব্বে নিতান্ত ঘেসাঘেসি বোধ হইয়াছিল, সে গুলি ফাঁক হইয়া যাইতেছে। আর সম্মুখবর্ত্তী যে সকল নক্ষত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, সূর্য্য সেইদিকে অগ্রসর হইতেছে। সূর্য্যের গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে। আমাদিগের এই সৌরজগৎ হারকিউলিস নামক আকাশের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

শোচনীয় ঘটার বিবাহ।

গত ১৪ই কার্ত্তিক কলিকাতায় একটী নূতন রকমের বিবাহ এবং স্ত্রী স্বাধীনতার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল গুপ্ত সি, এস, ইনি কয়েক বৎসর বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া সিবিলিয়ান হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরি, ইনি ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী, বয়সে ষোড়শবর্ষ, ইহাঁকে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, ইনি একজন বহুদর্শী ডাক্তার, উৎসাহশীল ব্রাহ্ম, এবং স্ত্রী স্বাধীনতার বীর পুরুষ বলিয়া পরিচিত। ইনি কন্যাটীকে অতি যত্নে সুশিক্ষিত ও শৈশবাবধি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশে দীক্ষিত করিয়াছেন কেবল তাহা নহে, কন্যাটীকে স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শ করিয়া মহা মহা সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া আপনাকে ধর্ম্মসাহসী এবং সকল প্রকার হিন্দু কুসংস্কারের স্পষ্ট বিদ্রোহী সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। বিহারী বাবুর সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধি আমরা দেখিলাম, কাস্তগিরি মহাশয় এক অভূতপূর্ব্ব পরীক্ষার অবস্থায় পড়িলেন। এমন সুযোগ্য পাত্র আর পাইবেন না, অতএব যে প্রকারে হউক তাঁহাকে হস্তগত করিতে তাঁহার চেষ্টা হইল। বরটী কিন্তু কোন ধর্ম্ম মনেন না, বিশেষতঃ উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ। কন্যাটী ব্রাহ্মধর্ম্ম ও স্ত্রী স্বাধীনতার নূতন উৎসাহে উৎসাহিত। এ অবস্থায় বরের, কন্যার অথবা কাস্তগিরি মহাশয়ের কাহার জয় হয় আমরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছি-

লাম। শেষ ফল এই হইল বিবাহের দিন কান্তগিরি মহাশয় বরপক্ষের অভিমতে, আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মিকা পত্নীর অমতে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত, বিবেচনাক্ষম কন্যার ইচ্ছার বিপরীতে (পৌত্তলিক) হিন্দু মতে কন্যাটী সম্প্রদান করা স্থির করিলেন। প্রাতে যেমন নান্দী শ্রাদ্ধ হয় হইল, অপরাহ্নে আহূত ব্রাহ্মদিগকে মৌন ভাব প্রকাশ দ্বারা বিদায় করা হইল এবং অবশেষে ঘটস্থাপন ও পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র পাঠাদি পূর্ব্বক একটী রুদ্ধ গৃহের মধ্যে শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। বিবাহের পর অভ্যাগত লোকদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ভোজন কার্য্য সমাহিত হইল। বিবাহ সভায় কৌতুক দর্শনার্থ সহরের সর্ব্ব মতাবলম্বী লোকদিগের এরূপ ঘোরতর সমারোহ হয় যে পুলিসকে আহ্বান করা আবশ্যক হইয়াছিল।

এই বিবাহ লইয়া কলিকাতায় ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, সে বিষয় লইয়া আমাদের গোলযোগের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতেছি যে যেমন সপ্তরথী একত্র হইয়া অভিমন্যু বধ করিয়াছিল, তেমনি কতক গুলি বীর পুরুষ একত্র হইয়া একটী নির্দ্দোষ বালিকার স্বাধীনতা বিনষ্ট করিলেন। পিতা যিনি সে দিন এদেশের স্ত্রী স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রধান রথী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কন্যাকেই তাঁহার বিশ্বাস বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিবাহ করিতে বাধ্য করিলেন। বর যিনি বিলাতের আলোক পাইয়া স্ত্রী স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা অসভ্যতা ও কাপুরুষের কার্য্য জানেন, তিনি নিতান্ত অসভ্য ও হৃদয়বিহীনের ন্যায় একটী অবলার স্বাধীনতাচ্ছেদনোপায় দ্বারা তাহাকে আপনার চির সঙ্গিনী করিয়া লইলেন। আর এই ভয়ঙ্কর কার্য্য সংঘটন করিবার জন্য রাজধানীর বিদ্যাভিমানী সভ্যাভিমানী মহাত্মারা উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য সহকারিতা করিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত কন্যাটীকেও এ বিষয়ে না দূষিয়া থাকিতে পারি না। তিনি আপনার স্বাধীনতাকে কেন বিনষ্ট হইতে দিলেন? আমরা তাঁহা হইতে এদেশের কল্যাণের যে যথেষ্ট আশা করিয়াছিলাম, এই ঘটনা দ্বারা বুঝি তাহা অকালে বিনষ্ট হইল!!

নূতন সংবাদ।

১। আমরা এডুকেশন গেজেটে পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম, টাকী নিবাসী মৃত বাবু তারা শঙ্কর রায় চৌধুরীর বনিতা তত্রত্য দরগা-তলা নামক মুসলমান পাড়ার রাস্তাটী নিজব্যয়ে মেরামত করাইয়া দিয়া তৎপল্লী বাসিগণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। সাধারণ হিত-ব্রতে দিন দিন এদেশের রমণী গণের দৃষ্টান্ত যত অধিক হয়, ততই সুখের বিষয়।

২। জর্ম্মণি রাজ্যের লোক সংখ্যা মোট ৪,০১,৬৯,৯৫ ; তন্মধ্যে ২,০১,-৪৫৭১৩ জন পুরুষ এবং ২,০৮, ৯৮,০৬০ স্ত্রীলোক। আমরা পৃথিবীর আজ কালিকার সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু রাজ্যের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ অধিক দেখিতেছি। অন্যান্য রাজ্যের স্ত্রী সংখ্যা দেখিলে বুঝা যাইতে পারে পৃথিবীতে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক কি না?

৩। গুড উড বংশীয় একটী বিবী ৮০,০০০ আশী হাজার টাকায় এক গাছি জরির ফিতা ক্রয় করিয়া পরিধান করিয়াছেন। কে বলে বিবীদিগের বাবুয়ানা কম?

৪। অমেরিকার স্ত্রীলোক ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এইরূপ দুইটী স্ত্রীলোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। দর্শক তাঁহাদিগের সাহস, অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনারা স্ত্রীলোক হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ের এত কষ্ট কিরূপে বহন করেন?" স্ত্রী ডাক্তার ব্লায়োন বলিলেন "কত স্ত্রীলোক দিন দিন বৎসর বৎসর ক্রমাগত দুরন্ত ছেলেকে পালন করিতেছে; সমস্ত দিন তাহাকে আদর করে, রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সান্ত্বনা করে এবং সকালে উঠিয়া ধোবা মেথরের কর্ম্ম করিতে যায় ইহা অপেক্ষা আমাদের কষ্ট অধিক নয়।" বিবী ব্লাকমার বলিলেন "আমি দিন মোটে ২০ মাইল দেখিয়া বেড়াই, কোন দিন ৫ মাইলের কম নয়। আমাদের চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগী বিদেশী দরিদ্র লোক। আমাকে মাতাল স্ত্রীলোকের কাছে থাকিতে হয়, মাতাল পুরুষ সকলকে লইয়া তাহাদের স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসিতে

হইয়াছে। পাগল স্ত্রীলোক আমাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছে এবং কখন কখন রোগীদের নিকটে যাইবার জন্য পুলিসের সাহায্য লইতে হয়। এক দিন রাত্রে অন্ধকারময় দুর্গন্ধ পূর্ণ ছতালা সিড়ী ভাঙ্গিতে হইয়াছে। চিকিৎসা করিতে গিয়া আমার জীবন নাশের অনেক আশঙ্কা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কিছুতেই আমি ভীত কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই।" স্ত্রীগণ চিকিৎসা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে সমাজের যে কত উপকার ও ক্লেশ লাঘব হয়, তাহা ইহাদ্বারা আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি। দয়ার অনুরোধে রোগী অন্বেষণ করিয়া চিকিৎসা করা এবং সন্তানবৎ বাৎসল্যভাবে তাহাদিগকে আরোগ্য করা এ দৃষ্টান্ত পুরুষ ডাক্তারদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

৫। "কেথারিন দিক্‌হোবা নাম্নী রুসিয়াদেশীয়া একটী মহিলা সম্প্রতি আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবার জন্যই, তিনি তথায় গিয়াছেন। এই মহিলার অধ্যবসায় নিতান্ত আশ্চর্য্য জনক ও প্রশংসনীয়। ইহার বয়স ২১ বৎসর। তিনি চারি মাসের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং ইংরাজীতে অনর্গল কথা বার্ত্তা বলিতে পারেন। ইংরাজী, রুসিয়, পলিশ, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মণ, গ্রীক, এবং লাটিন এই সাতটী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কাসান বিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমেরিকায় কিয়দ্দিবস থাকিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির সম্বন্ধে তথায় যে সকল নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সকল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বদেশে ফিরিবেন এবং দেশে যাইয়া যাহাতে স্বদেশীয়া ভগিনীগণের উন্নতির দ্বার মুক্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা পাইবেন। সেণ্ট পিটসবর্গে যাইয়া তিনি স্বয়ং একখানা পত্রিকা বাহির করিবেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্য কলেজ খুলিবার নিমিত্ত এই মহিলাই প্রথমে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করেন। কেথারিন দিক্‌হোবার ন্যায় কতিপয় স্ত্রীলোক যে দেশে বাস করে, সেই দেশ অচিরেই স্বর্গতুল্য হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" অবলা বান্ধব।

৬। জেনিবা নিবাসী এক ব্যক্তি একটী আশ্চর্য্য ঘড়ী তৈয়ার করিয়া স্পেনের রাজার নিকট বেচিতে লইয়া যায়। ঘড়ীর কলের উপর একটী নিগ্রো বালক বাঁশী হাতে দাঁড়াইয়া আছে, যখনি ঘড়ী বাজে বালক ছয় বার বাঁশীর শব্দ করে এবং ঘড়ীর অন্যস্থান হইতে একটী কলের কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া তাহার কাচে লেজ নাড়িয়া আবদার করে। ইহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইলে কারীকর বলিল ইহার নিকটস্থ ঝুড়ী হইতে একটী আতা ফল কেহ তুলিয়া লও। তুলিবা মাত্র কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। রাজসভার লোকেরা ইহা ডাইনের কাণ্ড বলিয়া পলায়ন করিল। তখন কারীকর এক জন সাহসী ব্যক্তিকে বলিল 'কটা বাজিয়াছে বালককে জিজ্ঞাসা কর'। জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না পাওয়ায় কারীকর বলিল এ স্পেনের ভাষা শিখে নাই, ফরাসী ভাষায় বল। ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র ঠন্ করিয়া উত্তর দিল, সাহসী ব্যক্তিও ভয়ে পলাইলেন। মানুষের বুদ্ধিতে দিন২ কত আশ্চর্য্য কৌশল বাহির হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

ডেঙ্গু জ্বর।

কোথা ওহে দয়াময় জগত আশ্রয় হে, জগত আশ্রয়।
ডেঙ্গুজ্বরে প্রাণে মরে মানব নিচয় হে, মানব নিচয়॥
অচেতন হয়ে পড়ে আছে অনিবার হে, আছে অনিবার।
সুস্থ কেহ নাহি আর দেখ এক বার হে, দেখ এক বার॥
অবিরত কত দুঃখী করে হাহা কার হে, করে হাহাকার।
অভিনব জ্বরে করে দেশ অধিকার হে, দেশ অধিকার॥
জ্বর আনে পুনঃ দেখি আমাশা বিকার হে, আমাশা বিকার।
উড়ে এসে যুড়ে দেশ করে ছার ক্ষার হে, করে ছার ক্ষার॥
দুঃসহ ব্যথার জ্বালা সহ্য করা ভার হে, সহ্য করা ভার।

বিদেশী জ্বরের হাতে নাহিক নিস্তার হে, নাহিক নিস্তার ॥
কলেবর জর জর দেখ একবার হে, দেখ একবার ॥
প্রফুল্ল শিশুর মুখ নাহি এক রতি হে, নাহি এক রতি ॥
অনাহারে ক্ষীণ কত যুবক যুবতী হে, যুবক যুবতী।
তিলেক নাহিক আর অন্নজলে রুচি হে, অন্নজলে রুচি।
অরুচি ধরিল আর খেয়ে আদা কুচি হে, খেয়ে আদা কুচি।
একবার দেখাদিয়া ক্ষান্ত নাহি হয় হে, ক্ষান্ত নাহি হয়।
বেদনা শরীরে পশি নড়িয়া বেড়ায় হে, নড়িয়া বেড়ায় ॥
দয়া করি জ্বর যদি অল্পদিনে যায় হে, অল্পদিনে যায়।
মাস ত্রয়ে যাতনা যে লাঘব না হয় হে, লাঘব না হয় ॥
বজ্রের আঘাত সম বেতোদের হয় হে, বেতোদের হয়।
দ্বিগুণ ব্যথিত করে তাদের হৃদয় হে, তাদের হৃদয় ॥
বাতে যারা শয্যাগত আছে দিন রাতি হে, আছে দিন রাতি।
তাহে ডেঙ্গু হরিয়াছে উত্থান শকতি হে, উত্থান শকতি ॥
উষাকালে শয্যা হতে উত্থান সময় হে, উত্থান সময়।
অশ্রুজলে ভাসমান অধীর হৃদয় হে, অধীর হৃদয় ॥
এ যাতনা দিতে বুঝি বঙ্গবাসি নরে হে, বঙ্গবাসি নরে।
আসিল জাহাজে চড়ি সমুদ্রের পারে হে, সমুদ্রের পারে ॥
কে জানিত নাম ধাম কে চিনিত তারে হে, কে চিনিত তারে।
তিন দিনে ঘুণ করে দূরবাসি জ্বরে হে, দূরবাসি জ্বরে ॥
ব্রেকবোন নাম কোথা ড্যাড়ি কোন দেশে হে, ড্যাড়ি কোন দেশে।
ডেঙ্গু নামে সুবিখ্যাত কলিকাতা এসে হে, কলিকাতা এসে ॥
আলোপাথি হমোপাথি যত পুঁথি ছিল হে, যত পুঁথি ছিল।
কি গুডিব্ সরকার সকলে হারিল হে, সকলে হারিল।
বেলাডোনা একোনাইট গেলাস গেলাস হে, গেলাস গেলাস।
অগ্নি মুখে তৃণ সম সব ফুস ফাস হে, সব ফুস ফাস ॥
পুঁজি পাটা যার যেটা সকলি ফুরাল হে, সকলি ফুরাল।
নিরাশা পিশাচী আসি হৃদয় জুড়িল হে, হৃদয় জুড়িল ॥

বিশ্বতাত জগদীশ! করহ উপায় হে, করহ উপায়।
এ হেন যাতনা যেন শত্রু নাহি পায় হে, শত্রু নাহি পায়॥
দিয়ে দৃষ্টি রাখ সৃষ্টি এই আকিঞ্চন হে এই আকিঞ্চন।
নতুবা দেহেতে আর না রহে জীবন হে, না রহে জীবন॥
গল বস্ত্রে ওগো পিতঃ করি নিবেদন হে, করি নিবেদন।
এ বিপদে তব পদে করহ রক্ষণ হে, করহ রক্ষণ॥

শ্রীসারদা সুন্দরী রায়।
শিবহাটী।

স্ত্রীজাতির উন্নতি।

তবে নাকি বঙ্গবালা ভারত ভিতরে।
পিবে না বিজ্ঞান সুধা পবিত্র অন্তরে?
বিদ্যা সুখ স্বর্গধামে তাঁহাদের মন।
তবে নাকি আনন্দেতে যাবে না কখন?
জ্ঞান রবি খর করে অবলা হৃদয়।
ক্রমে ক্রমে উজলিছে হের সুধী চয়॥
দেখরে ভারতবাসী বিস্তারি নয়ন।
বিদ্যা মধু পিতে বালা উন্মত্তা কেমন॥
কামিনীর সুখ ভানু উদিত গগণে।
আর কি বিচরে বালা অজ্ঞান কাননে?
উঠ উঠ ভগ্নীগণ! জ্ঞান অসি ধরে।
অজ্ঞান পিশাচে নাশ সাক্ষাৎ সমরে॥
কিন্তু দেখো কত লোকে কত কথা কবে।
নিন্দুকের অপবাদে কাহার কি হবে?
কায়মনে প্রাণপণে করিবে যতন।
লভিতে ধরণী মাঝে অমূল্য রতন॥
ওই দেখ বিদ্যাদেবী সুবর্ণ আসনে।
বসিয়া আছেন জ্ঞান ধর্ম্ম মন্ত্রী সনে॥
লজ্জা দাসী পদতলে যোড় কর করি।
বসিয়া রোয়েছে দেখ আমরি আমরি॥
উঠ উঠ ভগ্নীগণ ঘুমায়ো না আর।
হইয়াছে তোমাদের সুখের সঞ্চার॥

অহঙ্কার দ্বেষ হিংসা, ক্রোধ অভিমান।
বিদ্যাদেবী পদে কর সব বলিদান॥
সমর্পণ কর প্রাণ বিদ্যা দেবী পদে।
রাখিবেন তোমাদের বিপদে শ্রীপদে॥
বিদ্যার সাধনে পাবে স্বাধীনতা ধন।
যে ধন বিহনে বঙ্গ করিছে রোদন॥
সৃজেছেন জগদীশ রমণী রতনে।
কাটাতে কি চিরকাল অশনে, শয়নে?
আয় বোন দেখাইব পুরুষ নিকরে।
অবলা সরলা বালা কত গুণ ধরে॥
প্রাণপণে বিদ্যাধনে করি উপার্জ্জন।
আয়লো স্বদেশ হিতে কাটাই জীবন॥
শুন শুন ভগ্নীগণ জ্ঞানের প্রভাবে।
সতীত্ব ভূষণে সবে বিভূষিতা হবে॥
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, জানিবে কি ধন।
রাখিবে তাঁদের মান শিখিবে যতন॥
অপত্য পালিতে কষ্ট কভু না হইবে।
সংসার তরঙ্গে পড়ি ভয় না পাইবে॥
ধন্য ধন্য রাধারাণি প্রাণের ভগিনি!
বামা সরঃ কমলিনী বামা হিতৈষিণী॥
বামা হিতে সহোদরা কাটাতে জীবন।
বামাহিতৈষিণী সভা করেছ স্থাপন॥
থাক দিদি! কিছুদিন কুশলেতে থাক।
ভারতের অবলার মান তুমি রাখ॥
ইচ্ছা হয় তব সনে প্রাণের ভগিনি!
কাব্যালাপে যাপি সুখে দিবস যামিনী॥
প্রণমামি জগদীশ চরণে তোমার।
এক মাত্র ত্রাণকর্ত্তা তুমি অবলার॥
তব কৃপাবলে যেন অবলা নিচয়।
গুণবতী, লজ্জাবতী, বিদ্যাবতী হয়॥

শ্রীমতী নৃতকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাগবাজার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১২ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

আদর্শ তার্য্যা।

ভার্য্যার কথা বলিতে গেলেই নারী জাতির উচ্চতর জীবনের কথা বলিতে হয়। এ কথা বলাও আমাদের পক্ষে বড় সুকঠিন। কারণ আদর্শ পত্নী আমরা অদ্যাপি দেখি নাই। তবে আত্মার বিশুদ্ধ ভাবে দেখিলে যতদূর মনে হয়, তাহাই পাঠিকা গণের নিকট প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম নারীহৃদয়ে যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সেই প্রেম হৃদয়ে সুমধুর হইয়া পুরুষান্তরে প্রবিষ্ট হয়। ভার্য্যাত্বের এইটী নিগূঢ় ভাব। প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রীতি জীবনে প্রকাশিত না হইলে কোন নারী প্রকৃত ভার্য্যা হইতে পারেন না। প্রথমতঃ যে নারী একটী স্বর্গীয় জীবন লাভ করিবার জন্য পতির সহিত সম্মিলিত হন, তিনিই নারীগণের শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা হইয়া পতির মধ্যদিয়া ঈশ্বরের আলোক দর্শন করেন। এইরূপ রমণী প্রেমের প্রত্যক্ষ আদর্শ বলিলে হয়। পতিও ঈদৃশী ভার্য্যার সুকোমল প্রেমবিগলিত আত্মার মধ্য দিয়া প্রেমময়কে দর্শন করেন, এবং প্রেম নিকেতনের যথার্থ সুখ সম্ভোগ করেন। যে ঈশ্বরপ্রেম উভয় হৃদয়ের বন্ধন রজ্জু হয়, সেই প্রেম ভার্য্যার জীবন পথের প্রকৃত আলোক, তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত বিশুদ্ধীকৃত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রীতিতে জ্ঞান সুমধুর হয়, ইচ্ছা পবিত্র হয়,

কার্য্য ধর্ম্ম পূর্ণ হইয়া যায়। দুশ্চরিত্র লোক এরূপ পরিবারের মধ্যে যথার্থ পবিত্রতার আস্বাদন পাইয়া সংশোধিত হইতে পারে।

সেই রমণীই যথার্থ পতিব্রতার আদর্শ, যিনি স্বামীর জীবনকে আপনার প্রেম পূর্ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে উন্নত করিয়া দেন, যিনি স্বীয় আত্মার আলোকে স্বামীর হৃদয়কে আলোকিত করেন। তাঁহার মুখ শ্রীতে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশিত হয়, পতির অসাধুতা পাপ সে জ্যোতিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাঁহার আত্মা পতির আত্মাতে জীবিত ও সমুন্নত হয় এবং পতির হৃদয়ে সমুজ্জ্বলিত ও পবিত্রীকৃত হয়। এই যোগ নারীর আধ্যাত্মিক গুণ গ্রামের উপর সংস্থাপিত। দম্পতির প্রত্যেক সদ্‌গুণ ও সাধুতা নারীহৃদয়ের আলোকে ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হয়। জীবনের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আলোকে আলোকিত হয়।

তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা, সত্য ও কর্ত্তব্য যাঁহার পত্নীত্বের কারণ। শারীরিক সুখ, ও পার্থিব সম্বন্ধ যাঁহার হৃদয়কে পতির সহিত সম্বদ্ধ করে, তিনি প্রকৃত পত্নীত্ব লাভ করিতে পারেন না; স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি তাঁহার সে পথে কণ্টক রোপণ করে। পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের উচ্চতর ও গভীরতর লক্ষ্যের নিকট এই সকল নীচ ভাব জীবনে স্থান পায় না। প্রকৃত ভার্য্যা বাস্তবিক 'গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ' তিনি স্বীয় জীবনের পুণ্য ও প্রেমে গৃহকে উজ্জ্বল করেন। তাঁহার শাসন পবিত্র প্রেমের শাসন, তাঁহার ক্ষমা সহিষ্ণুতার নিকট পৃথিবীর সমস্ত দুঃখভার লঘু হইয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম, সেই দিকেই তাঁহার নিয়ত দৃষ্টি, তাঁহার সেবাই জীবনের সার। তাঁহার উপাসনাশীল ভক্তিপূর্ণ জীবন দেখিলে অপর নারীগণ উপাসনার প্রকৃত আস্বাদন লাভ করেন। তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও পুণ্য ভাব দেখিলে গৃহের সকলেই পবিত্র হইয়া যায়। তাঁহার ক্ষমাশীল ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দর্শন করিলে তাঁহার সঙ্গিনী সকলেই মনুষ্যের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে পারে। এইরূপ নারী যে পুরুষের সহিত কথা কহেন, সে পুরুষের হৃদয় পুণ্যালোকে বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

সেই নারীই পুণ্যবতী, যাঁহার সমস্ত গৃহকার্য্য কেবল ঈশ্বর সেবার জন্য। তাঁহার নিকট গৃহ শান্তি নিকেতন, তিনি যাহা করেন কেবল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা সম্পাদন করেন। সে কার্য্যের অন্তর্দ্দেশে গভীর বিশুদ্ধ প্রেম, সে গৃহের অন্তরালে ঈশ্বরের আদেশ পালন। তাঁহার জীবনের পবিত্র ছায়ায় সন্তান সন্ততির মুখশ্রী স্বর্গতুল্য করিয়া দেয়। সে হৃদয়ের ভাব পুত্রকন্যাদির আত্মাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে আলোকিত করিয়া রাখে। অদ্যাপি নারীসমাজ কেন সমুন্নত হইতে পারিতেছে না? বঙ্গ দেশের নারীগণের কেন এত দুরবস্থা? এদেশে এই আদর্শ ভার্য্যার অভাব তাহার মূল কারণ। একটী আদর্শ পত্নী যখন জীবনের আলোক প্রদর্শন করিবেন, তখন সকলের হৃদয়ের প্রীতি কুসুম বিকসিত হইয়া চক্ষুকে পবিত্র ও জীবনকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবে। যখন সকল গৃহে এই রূপ গৃহলক্ষ্মী সকল বিরাজ করিবেন, তখন পৃথিবী নিশ্চয়ই স্বর্গধাম হইবে।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

শিশু পালন।

"যে স্ত্রী নিজ সন্তানকে যথোচিত রূপে শিক্ষা দেন, তিনি সমস্ত জগতের উৎকর্ষ সাধনকল্পে সাহায্যকারিণী।" সাংসারিক ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ শিশুপালন। মাতার উপরেই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার। যে বিধাতা মাতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার দ্বারা নবপ্রসূত শিশুর আহার বিধান করেন, তিনিই প্রসূতির হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়া তাহার লালন পালনের বিধানও করিয়াছেন। যেমন মাতৃদুগ্ধদ্বারা শিশুর শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়, সেই রূপ মাতৃস্নেহ দ্বারাই শিশুর আন্তরিক উৎকর্ষ সাধন হয়। এই মাতৃস্নেহের যে কি পর্য্যন্ত শক্তি তাহা অনুভব করা, যে গৃহিনীর সন্তান হয় নাই, তাঁহার পক্ষে প্রায় অসাধ্য। ইহা প্রেমের একটি ভাব বিশেষ, কিন্তু এই ভাবটি যত বিস্তীর্ণ রূপে প্রবল, তত আর কোন ভাবই নহে। পারমার্থিক প্রেম, পিতৃ মাতৃভক্তি বা

দাম্পত্য প্রেম বশতঃ কয় জন লোক কতই বা ক্লেশ স্বীকার করে? কিন্তু প্রায় সকলেই সন্তানের প্রতি স্নেহবশত যৎপরোনাস্তি ক্লেশবহনকেও অকিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক যেমন মাতার শারীরিক অবস্থার দোষে স্তনদুগ্ধের অল্পতা বা দুষ্টতা প্রযুক্ত সন্তানের শারীরিক পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে, তেমনি মাতার আন্তরিক অবস্থার দোষে সেই স্নেহের বিকৃত ভাব বশতঃ সন্তান পালনের ব্যাঘাত হয়। অতএব স্নেহের প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য কি কি কারণে হয় তাহা প্রথমতঃ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সন্তান প্রতিপালন করিতে হইলে রাগ প্রকাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। রাগটি স্নেহের বিপরীত ভাব, অতএব যে পরিমাণে মনে রাগের আবির্ভাব হয় সেই পরিমাণে স্নেহেরও হানি হয়। শিশু কোন দুষ্কর্ম্ম করণ জন্য দণ্ডনীয় হইলেও তাহাকে শাসন করিবার সময়ে রাগ প্রকাশ করিবে না। শিশু স্বভাবতঃ স্নেহদ্বারা আকৃষ্ট হইলে প্রথমে মাতার উপরেই তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে এবং সে তাঁহারই বাধ্য ও বশীভূত হয়; কিন্তু যেই মাত্র কোন রাগের চিহ্ন দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মাতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত্যাগ হয়, এবং সুতরাং অবাধ্য হইতে শিক্ষা করে। মাতায় প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসই তাঁহার প্রতি বশীভূত হইবার আদিকারণ, অতএব যে কোন কারণেই হউক সেই বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিলেই সন্তান অবাধ্য হয়। সন্তানেরা অনলের তাপজ্বালা একবার অনুভব করিলে যেমন অগ্নির নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হয়, সেই রূপ মাতার ক্রোধানল দর্শনেও সঙ্কুচিত হয়।

সন্তান প্রতিপালন বিষয়ে আর একটি দোষ মাতার অসহিষ্ণুতা। যে মাতা সন্তানের নিমিত্ত ক্লেশ সহ্য করিতে কাতর হন, সন্তান প্রতিপালন করা কোন ক্রমেই তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। অসহিষ্ণুতাও রাগের ন্যায় স্নেহের বিপরীত ভাব। বিশেষ এই যে রাগানল দ্বারা স্নেহ বারি শুষ্ক হইয়া যায়, অসহিষ্ণুতা দ্বারা স্নেহপ্রবাহ আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি দোষ এই যে যথার্থ কারণ অভাবে অথবা নিজের মনের অবস্থানুসারে কখন স্নেহ, কখন বা ক্রোধ প্রকাশ অথবা শিশুদিগের মধ্যে

নিশ্চয় কারণ অসত্বে কাহাকেও অতিরিক্ত স্নেহ কাহাকেও বা অবহেলা করা। এইরূপ অস্থিরতা দোষদ্বারা শিশু পালনের পক্ষে বিশেষ হানি হয়। মাতৃ স্নেহ অটল হইবে, ইহা সকল সময়ে সমানভাবে থাকিবে, এবং সকল সন্তানের প্রতি সমান রূপে প্রকাশিত হইবে।

যে যে কারণ বশতঃ স্নেহের প্রকৃত অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইয়া যে সকল কারণে তাহার পোষকতা ও দৃঢ়তা হয় তাহার প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে মাতার মুখ দর্শনে বা যাহার বাক্য শ্রবণে শিশুর মনে আনন্দ না হয়, সে মাতার উপর শিশুদিগের কদাচ বিশ্বাস জন্মে না। যাহাতে আনন্দ হয় না, সে দিকে শিশুর মন আকৃষ্ট হয় না, সুতরাং মাতার সদ্ভাবজনিত যে আনন্দ, তাহা অনুভব করিতে না পাইলে, কুরীতি মার্গের কাল্পনিক সুখের প্রতি লালসা জন্মে, তাহাতেই দুষ্প্রবৃত্তি পথে যাইবার আরম্ভ হয়। অতএব মাতার হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ ভাব তাঁহার মুখে নিয়ত অঙ্কিত থাকিবে, তাঁহার মুখ হইতে কখন দুর্বাক্য নিঃসৃত হইবে না। তাঁহার বাক্যে বা আচরণে লেশ মাত্রও অসত্য, অন্যায় বা কপটতা না থাকে এবিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাতা নিশ্চয় জানিবেন, যে শিশুর চরিত্র তাঁহার চরিত্রের প্রতিবিম্ব হইবে। তিনি সদ্ভাবসম্পন্ন হইলে, শিশুও অবিকল সেইরূপ সদ্ভাব সম্পন্ন হইবে। অতএব শিশুপালনের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তিনি সেই ভাবের যোগ্য হইতে পারেন না। মাতাকে যেরূপ নিজের মনের ভাব ও চরিত্র সংশোধন করিয়া মাতৃ পদের যথার্থ অধিকারিণী হইতে হয়, পিতাকেও সেই রূপ হওয়া চাই এবং দাস দাসী ও অপর যে কোন ব্যক্তিকে শিশুপালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয় তাহারাও যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, এবিষয়ে উভয়েরই বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

শিশুর প্রতি পিতা মাতার অটল স্নেহ থাকিলে, তাঁহারা শিশুর প্রতিপালনার্থে পরিশ্রম করিতে নিয়ত সযত্ন ও সসন্তোষ থাকিলে, এবং শিশুদিগের প্রতি বা অপরের প্রতি ব্যবহার কালে পক্ষপাতিতা শূন্য হইয়া সত্য প্রিয়তা ও ন্যায় পরতা, দয়া ও ক্ষমা ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তি পরিচালনের

দৃষ্টান্ত দেখাইলে শিশুরা অনায়াসেই সদ্ভাবান্বিত হয়। তথাপি শিশু কালীন সৎপ্রবৃত্তি সকল কিরূপে প্রকাশিত হয়, কুপ্রবৃত্তি সমূহ কি প্রকারে উত্তেজিত হয়, কি নিয়মে ইহাদিগকে দমন করিতে হয় এবং কি প্রণালী-মতে বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের যথাযোগ্যবিষয়ে অনুশীলন করাইতে হয় এই সকল কার্য্য নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত সম্যক্ জ্ঞান ও সদ্বিবেচনা আবশ্যক। অতএব দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিশুদিগের কতক গুলি দোষ এবং তৎখণ্ডনোপায় লেখা যাইতেছে।

শিশু যাহাতে বাধ্য হয়, এ বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ যত্ন করা প্রথম আবশ্যক। শিশুরা যে অবাধ্য হয় তাহার কারণ এই, তাহারা আপনাদিগের বুদ্ধি অনুসারে যে কার্য্য বা যে প্রকার ব্যবহার করিলে সুখ ও আনন্দলাভ করিবে কল্পনা করে, পিতা মাতা যদি তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিতে আদেশ করেন তবে তাহারা বিবেচনা করে যে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে তাহারা সুখী হইতে পারিবে না। শিশুরা সুখ ও আনন্দলাভ করিবে, ইহা শিশুদিগের যেমন ইচ্ছা, পিতা মাতার ও সেইরূপ ইচ্ছা, কিন্তু তদভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত শিশুদিগের মতানুযায়ী উপায় হইতে পিতামাতার আদেশিত উপায় ভিন্ন, হইয়া থাকে; অতএব কোন্ উপায় দ্বারা কিরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধির সম্ভাবনা, এবং শিশুদিগকে সুখী করিবার জন্য পিতামাতার যে নিয়ত চেষ্টা ও নিতান্ত ইচ্ছা, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা অবাধ্য হইবে না। কিন্তু যদি শিশুদিগের ততদূর বোধশক্তি না হইয়া থাকে অথচ তাহারা যে কর্ম্ম করিতেছে তাহা অন্যায় বা হানিজনক হয়, তবে দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। অবাধ্যতা মহদ্দোষ, অতএব তন্নিবারণ যথোচিতরূপে না করিলে শিশুদিগকে কোন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু শিশু একবার অবাধ্য হইলে তাহাকে বাধ্য করা সহজ নহে, এই জন্য যাহাতে অবাধ্য না হইতে পারে, এ বিষয়ে পূর্ব্বাবধি মাতার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মাতা যে স্নেহময়ী, মাতা যে শিশুর শুভানুকাঙ্ক্ষিণী, মাতা যে শিশুর উপকারের নিমিত্ত কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন না, এমন বিশ্বাসের উপর কোন সংশয় যাহাতে

শিশুর মনের দ্বারেও স্থান না পায়, মাতা সে বিষয়ে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন। রাগ ও অসহিষ্ণুতা কদাচ প্রকাশ করিবে না, কটুকথা কদাচ ব্যবহার করিবে না, অসত্যের ছায়াতেও পদার্পণ করিবে না, এবং স্নেহের শৈথিল্য ও অস্থিরতা কদাচ প্রকাশ করিবে না। শিশুর পালন বিষয়ে, শিক্ষা বিষয়ে বা শাসন বিষয়ে পিতা ও মাতা উভয়ের মতের অনৈক্যের তিল মাত্র চিহ্নও দেখাইবে না, এবং শিশুর অনুচিত কার্য্যের জন্য রাগ প্রকাশ না করিয়া বরং দুঃখ প্রকাশ করিবে। অনেক মাতা নিজের চরিত্রের দোষে সন্তানকে অবাধ্য করিয়া তোলেন, পরে তাহাদিগের অবাধ্যতা দোষের জন্য নানা প্রকারে রাগ প্রকাশ করেন ও কটু কথা ব্যবহার করেন, কিন্তু এমন স্থলে আপনাদিগের চরিত্রের দোষ পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে শিশুর উপর বিরক্ত না হইয়া, ক্রোধ না করিয়া, কটু কথা না কহিয়া, আপনাদিগের উপরেই তাহার শত গুণ উক্তরূপ শাসন ও দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত। যাহা হউক, যদিও প্রথমতঃ পিতামাতার আচরণের দোষে তাঁহাদের উপর শিশুদিগের বিশ্বাস না থাকাতে তাহারা অবাধ্য হইলে তাহাদিগকে সহজে বশীভূত করা যায় না, তথাপি সদুপায়দ্বারা সেই দোষ খণ্ডন করা অসাধ্য নহে। উপায় অবলম্বন করিতে দৃঢ়তা আবশ্যক বটে, কিন্তু রাগ প্রকাশ করিলে কদাচ কার্য্যসিদ্ধি হয় না। উপায়টি এই যে শিশু অবাধ্য, সে সকল কথাতেই অবাধ্য এমন সম্ভব নহে। তাহাকে প্রেমপূর্ণ কথাদ্বারা যে সকল কার্য্য হানিজনক নহে, অথচ যাহা তাহার মনোগত হইতে পারে, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত করিতে পারিলেই অবাধ্য শিশুরা ক্রমে আজ্ঞাবহ হইয়া আসে। সেই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধুবাদ দিলে তাহারা উৎসাহিত হয় এবং সেই উৎসাহেই অনেক হিত সাধনের পথ মুক্ত হইতে পারে। ক্রমশঃ তাহারা আজ্ঞাবহ হইয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে কেমন উপকার ও কেমন সুখ তাহাও দেখাইয়া দিতে হয়। সহিষ্ণুতা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় সহিত এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে অবাধ্য শিশুদিগকে ক্রমে বাধ্য করা যাইতে পারে।

শিশুরা যাহাতে সত্যপ্রিয় হয়, এবিষয়ে বিশেষ যত্নকরা পিতামাতার